ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-279 ■ 19 July, 2025 ■ আগরতলা ১৯ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করে বাংলার পরিচয় বিপন্ন করছে তৃণমূল ঃ প্রধানমন্ত্রী

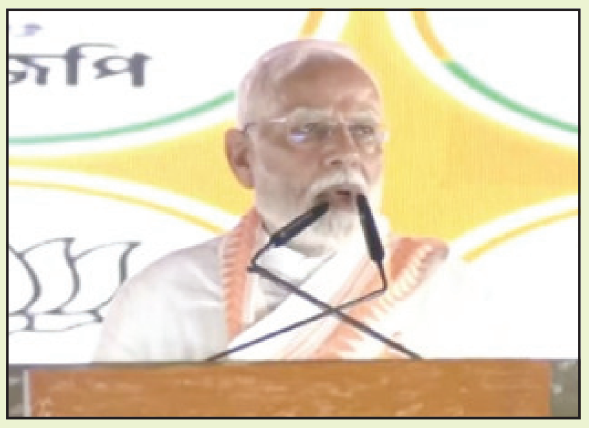

দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দুর্গাপুরের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেন, বাংলার স্বার্থে নয়, নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দার জন্য তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে। এর ফলে বাংলার আসল পরিচয় আজ সংকটের মুখে।

মোদীর বক্তব্যে উঠে আসে, বিজেপির কাছে বাঙালির গর্ব এবং পরিচয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে? অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে তাদের ভুয়ো নথিপত্র পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা গোটা 'ইকোসিস্টেম' তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, গোটা দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। তিনি বলেন, বাংলায় অনুপ্রবেশ আজ ভয়ঙ্কর সমস্যা। এই প্রবণতা রোধ না করলে বাংলার সংস্কৃতি, পরিচয় ও ভবিষ্যৎ, সব কিছু বিপন্ন হয়ে পড়বে। দুর্গাপুরের সভা থেকে মোদী আরও বলেন, যে দল বাংলার উন্নয়নের কথা বলে, তারাই বাংলার মাটিকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের মতো সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তৃণমূলের এই রাজনীতি বাংলার ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক।

অনুপ্রবেশ নিয়ে সরাসরি বার্তা দিয়ে মোদী বলেন, যাঁরা ভারতের নাগরিক নন, অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দেশের আইন সংবিধান মেনে পদক্ষেপ নেবে। তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে।

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, বিজেপির কাছে বাংলার গর্ব সর্বোচ্চ। যেখানে যেখানে বিজেপি সরকার আছে, সেখানে বাঙালিদের সম্মান দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালি ভাষাভাষীদের টার্গেট করা হচ্ছে। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

তিনি স্মরণ করান, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারই দিয়েছে। কংগ্রেস, বাম এবং তৃণমূল দিল্লিতে একাধিকবার সরকার চালালেও, কেউ তা করেনি।

আমরা বাঙালির সংস্কৃতি ও ভাষার মর্যাদা দিচ্ছি।

বাংলার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে মোদী বলেন, বিজেপি সর্বভারতীয় দল হলেও এর বীজ রোপিত হয়েছিল বাংলাতেই।

কিন্তু এখন বাংলার সেই গর্ব ধূসর হয়ে যাচ্ছে। বাংলার যুবসমাজকে কাজের জন্য আজ অন্য রাজ্যে ছুটতে হচ্ছে। রাজ্যে বিনিয়োগ ও চাকরির পরিবেশ অনুকূল নয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির কৌশলগত আক্রমণ জোরদার হচ্ছে এবং মোদীর দুর্গাপুর ভাষণ তারই ইঙ্গিত।

অরুণাচলে উদ্ধার বিপুল অস্ত্র সহ গোলাবারুদ

চাংলাং(অরুণাচল প্রদেশ) ১৮ জুলাই ।। অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে স্পিয়ার কর্পসের অধীনে থাকা অসম রাইফেলস একটি তল্লাশি অভিযান চালায় মিয়াও-ভিজয়নগর অক্ষে।

প্রতিরক্ষা জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত জানিয়েছেন, অভিযানে মোট ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানের সময় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরঞ্জাম এবং ট্র্যাকার কুকুর ব্যবহার করা হয়।

এই অস্ত্রগুলির উৎস এবং সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত চলছে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গুয়াহাটিতে ২১তম শক্তি বৈঠকে

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল করিয়ে উত্তর-পূর্বকে বাঁচালেন মন্ত্রী রতন

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সভা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শক্তি কমিটির ২৯তম বৈঠক শুক্রবার গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ তাঁর দৃঢ়, তথ্যভিত্তিক ও সুপরিকল্পিত বক্তব্যের মাধ্যমে শুধু ত্রিপুরাকেই নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে এক বড় আর্থিক বোঝা থেকে মুক্ত করলেন। এর আগের দিন টেকনিক্যাল কমিটির সভায় ওটিপিসি পালাটানা বিদ্যুৎ প্রকল্পে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব আসে। এটি কার্যকর হলে শুধু ত্রিপুরা নয়, বরং পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভোক্তাদের উপর পড়ত বিশাল আর্থিক চাপ। কিন্তু বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ সোজাসুজি সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেন, এটি শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, বরং

জনস্বার্থবিরোধী। কোটি কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা জনগণের কাঁধে চাপবে, যা মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর বলিষ্ঠ অবস্থানের ফলেই প্রস্তাবটি বাতিল করতে বাধ্য হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শক্তি কমিটি।

একই সভায় সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিটি রাজ্যকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রয়োজন থাকুক কিংবা না থাকুক, তারপরেও কিনে রাখার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছে এর বিরুদ্ধে রতন লাল নাথ বলেন, এই বিদ্যুৎ কেনার জন্য অর্থ কোথা থেকে আসবে? তা লাগু করা হলে পরোক্ষে তা গ্রাহকের উপর চাপ বাড়াবে। অবিলম্বে এ জাতীয় প্রস্তাব বাতিল করার দাবি জানান তিনি। তার যুক্তি সমৃদ্ধ বক্তব্যের ফলে এ প্রস্তাবও স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় কমিটি। এই দুটি পদক্ষেপ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য তাৎপর্যপূর্ণকারণ এর ফলে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং বিদ্যুৎ ভোক্তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ পড়বে না। এই সভায় বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব উদয়ন সিনহা, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের সেমিনারে

৭ বছরে রাজ্যে পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাজ্যের সমস্ত জেলা সদর দফতর, মহকুমা সদর দফতর এবং সংযোগহীন জনবসতি এলাকাগুলি ডাবল-লেন রাস্তা সহ জাতীয় সড়কের সাথে সংযুক্ত করা হবে। এর পাশাপাশি আগরতলা শহর এলাকায় ভারতমালা স্কিমের অধীনে প্রায় ৪৪৯ কিলোমিটার একটি রিং রোড প্রস্তাব করা হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেস (আইবিসি) এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গত ৭ বছরে রাজ্যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে। এতে রাজ্যের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিকাঠামো ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। যেকোন রাজ্য বা অঞ্চলের উন্নয়নে পরিকাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিকাঠামো প্রাথমিক ক্ষেত্র, শিল্প, পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের অন্যতম ভিত্তি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যকে নিয়ে গঠিত অষ্টলক্ষ্মীর সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্ষেত্রে রেল, সড়ক নির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশে রাস্তা, বিমানবন্দর, জাতীয় সড়ক, বিদ্যুৎ প্রকল্প, পানীয়জল সরবরাহ এবং নগর পরিকাঠামোর উন্নয়ন অন্যতম চাবিকাঠি। গত ২৩ মে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত নর্থ ইস্ট রাইজিং সামিট এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন উত্তর -পূর্বের অর্থ অষ্টলক্ষ্মী। কারণ এই অঞ্চলে আমাদের আটটি রাজ্য রয়েছে। তিনি বলেছেন উত্তর -পূর্ব অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডোনার মন্ত্রক গঠন করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে প্রায়শই তার বিশাল হাইড্রো পাওয়ার, পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস সম্ভাবনার কারণে ভারতের পাওয়ার হাউস হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই অঞ্চল দেশের ক্লিন এনার্জির লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ত্রিপুরা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল কৌশলগতভাবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় দেশগুলির সন্নিকটে অবস্থান করছে, যা গেটওয়ে হিসেবেও ভূমিকা নিয়ে থাকে। ত্রিপুরা সরকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর উল্লেখযোগ্য জোর দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, এবারের বাজেটে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৭,০০০ কোটি টাকার আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজ্যে পূর্ত দপ্তরের অধীনে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কের পূজা মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কের পূজা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ নিয়ে ফের সরব প্রদ্যোৎ

বাংলাদেশ কখনো ভারতের বন্ধু হতে পারে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। বাংলাদেশ কখনো ভারতীয়দের বন্ধু হতে পারে না। একবার ফের অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানালেন তিপ্রা মথা প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশ বারবার ভারতকে শেষ করে দিতে চেয়েছে। ৮০- র দশক, ৯০ - র দশক, ২০ এর দশকের প্রথমভাগে একাধিকবার তিপ্রাসা যুবসমাজকে উস্কিয়ে টাকা, বন্দুক, ক্যাম্পের টাকা ইত্যাদি দিয়ে তাদের পুনরায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রিপুরার ভ্রাতৃত্ব থাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। আগামী বছর বাংলাদেশে নির্বাচনে ভারত বিরোধী সরকার গঠিত হবে। তাদের একটাই লক্ষ্য থাকবে ত্রিপুরার সৌভ্রাতৃত্বতা বিনষ্ট করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ করে ভারতের ক্ষতি সাধিত করা।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার সীমান্ত ব্যবহার করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহার করে ভারতীয় পরিচয়পত্র বের করে নিচ্ছে। এর ফলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের। তাই দেশকে রক্ষা করার স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

জাতীয় সড়কে গাছ ভেঙে বিপত্তি ঃ অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রমগঞ্জ, ১৮ জুলাই।। *স্কুল চলাকালীন সময়ে হঠাৎ করে জাতীয় সড়কের পাশে বিশাল আকৃতির একটি গাছের মোটা ডালা ভেঙ্গে পড়ে আহত হয় স্কুলের এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান বিধু ভূষণ দেবনাথ। ঘটনা শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছুড়িমাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর সামনে ৮ নং জাতীয় সড়কে। জাতীয় সড়কের পাশে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন বিধু ভূষণ দেবনাথ।*

হঠাৎ করে গাছের ডালা ভেঙ্গে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় তিনি। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের যুবক প্রণব দেবনাথ দৌড়ে ছুটে আসে এবং একটি প্রাইভেট গাড়ি করে তাকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয় ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ষাঁড়ের সাথে ধাক্কায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় নিহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জুলাই ।। ষাঁড়ের সাথে ধাক্কায় মর্মান্তিক পরিনতি হল এক যুবকের। জোলাইবাড়ি বাইপাসে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রাণ হারান একজন, অপরজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ষাঁড়ের সাথে ধাক্কায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। অপর যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ সাবরুম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়কের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষা ভবনের সামনে এসএফআই'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। এসএফআই এর বিক্ষোভ ঘিরে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় শিক্ষা ভবনের সামনে। তিন দফা দাবি নিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও শিক্ষা ভবনের সামনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় আজ।

মূলত নির্দিষ্ট সময়ে কলেজের সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়া, কলেজের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সঠিকভাবে কার্যকর করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে আজ শিক্ষাভবন চলো অভিযানে শামিল হয়েছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এর আগে ছাত্র যুবাদের নিয়ে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথপরিক্রমা করে শিক্ষাভবনের সামনে এসে মিলিত হয়। সেখানে শিক্ষা ভবনের বাইরে প্রশাসন আন্দোলনকারীদের আটকে দেয়। পরবর্তীতে শিক্ষা ভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে আন্দোলনকারীরা। এদিনের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার দাবিতে পথ অবরোধে সামিল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৮ জুলাই।। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হল পড়ুয়ারা। বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার দাবিতে বড়লুতমা পিএম শ্রী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ সকাল থেকে কমলপুর-আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে। যার ফলে দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

অভিভাবকদের অভিযোগ, গত দুই বছর থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চালু করার জন্য কয়েকবার শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা, ধলাই জেলার সহ অধিকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট লিখিত ডেপুটেশন দিয়েছেন।

কিন্তু দপ্তর এই বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিচ্ছে না। এলাকায় যে দুটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে, সেগুলি ইংরেজি মাধ্যমের। ফলে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করা ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার কোন সুযোগ নেই। জনৈক অভিভাবক আরো জানিয়েছেন, এই বিদ্যালয়ের বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট মেধাবী, অনেকেই রয়েছেন যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চান।

কিন্তু এলাকায় কোন বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় তারা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বারবার শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেও কোনো সুরাহা মিলছে না। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন।

এই অবরোধের ফলে রাস্তার দুই দিক থেকে বহু গাড়ি আটক হয়ে আছে। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। যদিও পরে কতৃর্পক্ষের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেন তারা।

অমরপুর সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৮ জুলাই।। *এবার রাস্তা অবরোধ করে ক্ষোভ উগরে দিলেন খোদ যান চালকরা। অমরপুর মোটরস্ট্যান্ডে বাস চালকদের প্রতিনিয়ত শারীরিক নিগ্রহ করে চলেছে, এমনটাই অভিযোগ। ছোট গাড়ি যান চালকরা প্রতিবাদে সড়ক অবরোধে শামিল হয়ে। ঘটনা নতুন বাজার - আগরতলা সড়কে।*

অমরপুর সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে প্রতিবাদে দুই দিন যাবত শিলাছড়ি থেকে যতনবাড়ি, ভায়া আগরতলা রোডের সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাস শ্রমিকদের প্রতিবাদ মিছিল ও নতুন বাজার থানায় ডেপুটেশন প্রদানের পরেও প্রশাসনের নীরব ভূমিকা পালন করে। ফলে শুক্রবার সকাল থেকে নতুন বাজার বাইপাস রাস্তার মুখে পথ অবরোধ করে বাস শ্রমিকরা। এদিকে দুইদিন যাবত বাস চলাচল বন্ধ, তার উপর রাস্তা অবরোধের ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় নিত্য যাত্রীদের।

এদিকে রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে স্থানীয় মন্ডল নেতা শ্যামলাল সাহা। শ্রমিকরা জানান মন্ডল সভাপতির আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলবে না। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৯ জুলাই ২০২৫ ইং
২ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জৈব কৃষি উদীয়মান প্রবণতা

জৈব কৃষি ভারতের কৃষি খাতে একটি উদীয়মান প্রবণতা হইয়া উঠিয়াছে, যাহা পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। জৈব সার্টিফিকেশন এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা জৈব পণ্যের গুণমান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে।ভারতে জৈব সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, এর সুবিধা এবং জৈব বাজারের ক্রমবর্ধমান মূল্য কৃষক, ভোক্তা এবং অর্থনীতির জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করিয়াছে। ভারত সরকার এই খাতকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়াছে, যাহা জৈব কৃষিকে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করিয়াছে।ভারতে জৈব সার্টিফিকেশন একটি কঠোর এবং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, যাহা কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। জৈব সার্টিফিকেশনের জন্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশন (এনপিওপি) এবং পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেম (পিজিএস-ইন্ডিয়া) নামে দুটি প্রধান প্রক্রিয়া রহিয়াছে।

এনপিওপি প্রধানত রপ্তানি-ভিত্তিক জৈব পণ্যের জন্য, এবং পিজিএস দেশীয় বাজারের জন্য কৃষকদের জৈব পণ্য সার্টিফিকেশনের সুবিধা দেয়।জৈব সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি হইল,

কৃষক বা উৎপাদককে এপিইডিএ-অনুমোদিত সার্টিফিকেশন সংস্থার কাছে আবেদন করিতে হয়। এর জন্য জমির বিবরণ, ফসলের ধরন এবং কৃষি পদ্ধতির তথ্য প্রদান করিতে হয়। সার্টিফিকেশন সংস্থা খামারে পরিদর্শন করিয়া এবং মাটি, জল, ফসল এবং কৃষি পদ্ধতি পরীক্ষা করে। এই পরিদর্শনে রাসায়নিক কীটনাশক বা সারের ব্যবহার নিষিদ্ধ কিনা তা যাচাই করা হয়।

জৈব কৃষিতে রূপান্তরের জন্য সাধারণত ২-৩ বছর সময় লাগে, যেখানে কৃষককে রাসায়নিক ইনপুট ব্যবহার বন্ধ করিতে হয়। এই সময়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।পরিদর্শন এবং পরীক্ষার পর সার্টিফিকেশন সংস্থা জৈব সার্টিফিকেট প্রদান করে, যাহা পণ্যের প্যাকেজিংয়ে 'ইন্ডিয়া অর্গানিক' লোগো ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

সার্টিফিকেশন বজায় রাখিতে প্রতি বছর পরিদর্শন এবং নথিপত্র নবায়ন করিতে হয়।পিজিএস-ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, কৃষকদের ছোট দলগুলি নিজেদের মধ্যে পরিদর্শন করে এবং জৈব কৃষি মানদণ্ড মানিয়া চলিতে নিশ্চয়তা দেয়, যাহা ছোট কৃষকদের জন্য ব্যয়বহুল সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার একটি সাশ্রয়ী বিকল্প।

ভারতে জৈব সার্টিফিকেশন একটি কঠোর এবং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, যাহা কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। জৈব সার্টিফিকেশনের জন্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশন (এনপিওপি) এবং পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেম (পিজিএস-ইন্ডিয়া) নামে দুটি প্রধান প্রক্রিয়া রহিয়েছে।

এনপিওপি প্রধানত রপ্তানি-ভিত্তিক জৈব পণ্যের জন্য, এবং পিজিএস দেশীয় বাজারের জন্য কৃষকদের জৈব পণ্য সার্টিফিকেশনের সুবিধা দেয়।জৈব সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি হইল।

কৃষক বা উৎপাদককে এপিইডিএ-অনুমোদিত সার্টিফিকেশন সংস্থার কাছে আবেদন করতে হয়। এর জন্য জমির বিবরণ, ফসলের ধরন এবং কৃষি পদ্ধতির তথ্য প্রদান করিতে হয়। সার্টিফিকেশন সংস্থা খামারে পরিদর্শন করে এবং মাটি, জল, ফসল এবং কৃষি পদ্ধতি পরীক্ষা করে। এই পরিদর্শনে রাসায়নিক কীটনাশক বা সারের ব্যবহার নিষিদ্ধ কিনা তা যাচাই করা হয়।

জৈব কৃষিতে রূপান্তরের জন্য সাধারণত ২-৩ বছর সময় লাগে, যেখানে কৃষককে রাসায়নিক ইনপুট ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এই সময়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরিদর্শন এবং পরীক্ষার পর সার্টিফিকেশন সংস্থা জৈব সার্টিফিকেট প্রদান করে, যা পণ্যের প্যাকেজিংয়ে 'ইন্ডিয়া অর্গানিক' লোগো ব্যবহারের অনুমতি দেয়।সার্টিফিকেশন বজায় রাখতে প্রতি বছর পরিদর্শন এবং নথিপত্র নবায়ন করতে হয়।পিজিএস-ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, কৃষকদের ছোট দলগুলি নিজেদের মধ্যে পরিদর্শন করে এবং জৈব কৃষি মানদণ্ড মেনে চলার নিশ্চয়তা দেয়, যা ছোট কৃষকদের জন্য ব্যয়বহুল সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার একটি সাশ্রয়ী বিকল্প।জৈব সার্টিফিকেশন কৃষক এবং ভোক্তা উভয়ের জন্য একাধিক সুবিধা প্রদান করে। প্রথমত, এটি জৈব পণ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে, যাহা ভোক্তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে। কৃষকদের জন্য, সার্টিফাইড জৈব পণ্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়, যা তাহাদের আয় বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, জৈব ধান বা সবজির দাম প্রচলিত পণ্যের তুলনায় ২০-৫০u বেশি হইতে পারে।এছাড়া, জৈব কৃষি মাটির উর্বরতা বজায় রাখে, জলের ব্যবহার কমায় এবং পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ভোক্তারা রাসায়নিকমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সুবিধা পান। রপ্তানি বাজারে জৈব সার্টিফিকেশন ভারতীয় কৃষকদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়।

সিকিম ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ জৈব রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাইয়াছে, এবং মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এবং উত্তরাখণ্ড জৈব কৃষিতে নেতৃত্ব।

দার্জিলিংয়ের জৈব চা এবং বর্ধমানের জৈব ধান আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। রাজ্য সরকার জৈব কৃষি প্রচারে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করিয়াছে, যেমন কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ভর্তুকি প্রদান। ভারত সরকার জৈব কৃষি ও সার্টিফিকেশন প্রচারে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়াছে।

সরকারের পদক্ষেপ এবং জৈব বাজারের দ্রুত বৃদ্ধি কৃষকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করিয়াছে।

বাংলা মাতৃভাষা মানেই 'বিদেশি' নয়

স্বপনকুমার মণ্ডল

এমনিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললে বাঙালি না ভেবে বাংলাদেশি ভেবে পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা বা আটক করা থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার মতো ঘটনায় বাঙালিদের মধ্যে গভীর উৎকণ্ঠা থেকে বিপন্নতাবোধ জেগে উঠেছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওড়িশা, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের - আটক করার খবর লাগামহীনভাবে ছড়িয়ে ৩ পড়ায় দেশে হঠাৎ করে বাংলাদেশি ভেবে গু বাঙালির বিপন্নতাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই অনভিপ্রেত আবহাওয়ার মধ্যেই সম্প্রতি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সে রাজ্যে বাঙালিরা সেন্সাসের সময় বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা লিখলে বিদেশি চিহ্নিতকরণ - সহজ হবে বলে যে ভয়ঙ্কর হুমকি দিয়েছেন, তা শুধু সেই রাজ্যেরই নয়, দেশের বাঙালিদের মধ্যেও নতুন করে তীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ তো রীতিমতো বাঙালিবিদ্বেষ। এমনিতেই সেখানে আশির দশক থেকে বাঙালি ''খেদাও'' তথা বিতাড়নের ট্র্যাজিক ইতিহাস এখন আরও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমান সক্রিয় যা গভীর উদ্বেগজনকও। সেই ইতিহাসের সঙ্গে এনআরসি বা সিএএ-এর জুজু জুড়ে অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের চিহ্নিতকরণের আয়োজনে আতঙ্কিত বাঙালির মনে অস্তিত্ব সংকটের নিবিড় হাতছানি জেগে থাকে। তার উপরে সেন্সাসে ''বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি''র সিদ্ধান্ত তথা মাতৃভাষা বাংলা লেখার দায়ে বাঙালি না বুঝিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণের সুবিধার চেতাবনি তো দেশান্তর করার আগাম হুঁশিয়ারি প্রদান। দেশভাগের করুণ পরিণতিতে মানুষ ভাগের দায় কেন বাঙালিকে এখনও বইতে হবে, তা। শুধু বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর যুক্তিতে মেলানো গু যায় না, বরং বলা ভালো মেলানো অন্যায়। বাংলাদেশি মানে বাঙালি হলেও বাঙালি মানেই বাংলাদেশি নয়। বাঙালির মাতৃভাষাই শুধু বাংলা নয়, বাংলাভাষা বাঙালির অস্তিত্ব ও গৌরব। ভারতের যে ভাষা ধ্রুপদী স্বীকৃতিতে সমুজ্জ্বল, সেই ভাষাই বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কারণ হতে পারে না। তাছাড়া সব ভাষা মাতৃভাষা নয়, সব মাতৃভাষাও ভাষা হয়ে ওঠে না। এজন্য ভাষা ও মাতৃভাষা রূপে বাঙালির বাংলাভাষার ঐতিহ্য ও গৌরবের পরিচয় আন্তজাতিকভাবেই স্বীকৃতি লাভ করে।। যে মাতৃভাষা পৃথিবীর মাতৃভাষাগুলিকে স্মরণ অবিস্মরণীয় করে তুলেছে, সেই মাতৃভাষা বাংলাই বাঙালির অস্তিত্ব থেকে বিস্মৃত করার আয়োজন শুধু ভয়ঙ্করই নয়, অমানবিকও। আসলে ভাষার চেয়েও মাতৃভাষার অস্তিত্ব আরও গভীর, আরও আত্মিকভাবে অবিচ্ছেদ্য। অমর একুশে আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে উনিশে মে ভাষা শহিদ দিবস বা ১ নভেম্বর মানভূম ভাষা আন্দোলনের সাফল্য উদযাপন সর্বত্র ভাষা ও মাতৃভাষা একাকার - মনে হয়। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বে তার - গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যত উৎকর্ষের অভিমুখে সক্রিয় হয়েছে, তার আধারে ততই ভাষার - বহুত্ববাদী চেতনা বিস্তার লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার বুনিয়াদি চেতনার জাগরণে তার স্বীকৃতি ও সম্মান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল সময়ের অপেক্ষা। ভাষার একাধিপত্য থেকে ভাষার রাষ্ট্রীয়করণের পথে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই তার মূলাধার। সেদিক থেকে বাংলা ভাষার বনেদি ভূমিকা চরৈবেতি। ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বরে ইউনেসকো-র আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস তারই স্বীকৃতি। শুধু তাই নয়, বাঙালি তার মাতৃভাষার সম্মান ও স্বীকৃতি লাভের শ্রীবৃদ্ধিমান প্রকৃতিতে সমান সচল। ২০০২-এ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে সম্মানসূচক সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদেশি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা তৃতীয় স্থানে উঠে আসে ২০১৮-তে। অন্যদিকে তার মাসতিনেক পূর্বে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে রিটেনের রাজধানী লন্ডনে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে বাংলা। ইংরেজির পরেই সেখানে বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন। সেই সময় সেখানে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৭১,৬০৯। সেদিক থেকে বাঙালির মনে আত্মশ্লাঘা জাগাই স্বাভাবিক। বাংলাভাষার বিস্তারে এসব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের পথ বেয়ে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সংখ্যাগুরুর প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। আর এই বিতর্কের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষিক চেতনা। সেখানে ভাষা ও মাতৃভাষা একাকার। অথচ ভাষামাত্রেই যেমন সকলের মাতৃভাষা নয়, তেমনই মাতৃভাষামাত্রই ভাষা হয়ে ওঠে না। যে ভাষা মানসিক লালন-পালনে মা হয়ে ওঠে, সেই ভাষাই মাতৃভাষা। তার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছেদন হলেও অদৃশ্য অস্তিত্বে তা আজীবন বহমান। যে ভাষা আঘাতে বেরিয়ে আসে, আনন্দে জেগে ওঠে, সে ভাষাই মাতৃভাষা। সেই মাতৃভাষার আকাঁড়া মূর্তিই পরিশোধিত হয়ে ভাষার আভিজাত্যে প্রতিমায় নৈবেদ্য লাভ করে। সেদিক থেকে মাতৃভাষা যেখানে জনসম্পদে বিস্তার লাভ করে, তেমনই তার ভাষা মনসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি করে চলে। মাতৃভাষার প্রকাশে আন্তরিক, ভাষা বিচরণে আত্মনিষ্ঠ। সেক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক বৈরিতার তো নয়ই, বরং একে অপরের সত্তায় বিজড়িত, অবিচ্ছিন্ন পরিপূরক। আবার ভাষার যোগ যেখানে বহুবিস্তারি, মাতৃভাষা সেখানে একক হয়েও প্রকাশমুখর। সেই প্রকাশেই যে অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিস্তার। তাকে অস্বীকারের মধ্যে সেই মানুষকেই অস্বীকার করা হয়। এজন্য যেখানে ভাষা মানুষের অধিকারের কথায় উচ্চকিত, সেখানে মাতৃভাষা তার আপন অস্তিত্বে প্রকট প্রকাশ। সেদিক থেকে বাংলার ভাষিক শ্রীবৃদ্ধিতে তার ভাষার নয়, মাতৃভাষার যোগ সুনিবিড়। আসলে আধুনিক বিশ্বে বহুমুখী বিস্তারে ভাষার আবেদন উৎকর্ষমুখর। তার বিকল্পের পরিসর যেমন মুক্ত, তেমনই তার বিস্তার আবেদনপ্রবণ। এজন্য একাধিক ভাষাশিক্ষার প্রবণতা সেখানে প্রবহমান। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষাশিক্ষায় আভিজাত্যবোধের বিষয় নানাভাবেই হাতছানি দেয়। অন্যদিকে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। যথেষ্ট বড় হওয়া সত্বেও সুস্থসবল শিশুর কথা বলতে না শেখার হদিশ মেলে তার বাবা মা'র দুই ভিন্ন ভাষায় কথা বলার মধ্যে। তার অবিকল্পতাই তার আত্মিক স্বকীয়তা। এজন্য মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ হলেই জনকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে। সেখানে অমর একুশের ভাষা আন্দোলন ছিল আসলে মাতৃভাষার সংগ্রাম। মাতৃভাষার মধ্যে শুধু ভাষিক পরিচিতি থাকে না, আত্মিক সত্তা তার অবিচ্ছেদ্য। এজন্য সেই ভাষিক অস্তিত্বে শাসকের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আঘাত নেমে আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তার প্রতিরোধী চেতনাও জীবনমরণ লড়াই-এ সামিল করে। বন্দুকের গুলি থেকে ধর্মের বুলি দিয়েও তাকে বিরত করা যায় না। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল মানসিকতা দিয়েও সেই মাতৃভাষার আন্দোলনকে বাগে আনা যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৫৫-তে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমি গঠন করে দুধের বদলে পিটুলি গোলা দিয়েও ভোলাতে পারেনি। আসলে তা ভোলানো যায় না। যেখানে অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখে, সেখানে মুকও মুখর হয়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেই মাতৃভাষার আন্দোলনে দেশের ৮৫ শতাংশ আপামর আমজনতাই ভাষাসৈনিক। সেই মাতৃভাষার সৈনিকরাই ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পতাকার মাঝে রক্তিম সূর্য নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে দেশভাগ হয়েছে, মানুষ ভাগ হয়েছে, ভাষাও এপার- ওপারে ভাগ হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারেনি। অস্তিত্বের পরশেই তার সরব প্রকাশ। এজন্য তা অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন সত্তায় বিরাজমান। সেই মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ করার উপক্রম হলেই তার প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার বিরুদ্ধে আমজনতার কণ্ঠ জীবনপণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। এভাবেই উঠে এসেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে'র রক্তাক্ত সংগ্রাম। সেখানে ভাষার পরিশুদ্ধতা বা ধনসম্পদ তার নেই, কিন্তু আকাঁড়া প্রকৃতির সবুজ প্রাণের পরশে রয়েছে আত্মিক যোগ। সেই যোগের পরিচয়ে বাঙালির ভাষিক পরিচিতি আজ শ্লাঘার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাংলা ভাষার নয়, বাঙালির মাতৃভাষাই সমান সচল। আসলে বিশ্বায়নের যুগে ভুবনগ্রামে ভাষিক পরিচয়ের সঙ্কট সেই অর্থে নেই। সেখানে মাতৃভাষার আত্মিক সঙ্কটকে অনিবার্য করে তুলেছে। একদিকে যেমন তার বহুভাষার বা জাতীয়বাদী এককভাষার আভিজাত্যবোধ শ্রীবৃদ্ধিমান, অন্যদিকে তার আগ্রাসী প্রভাবে মাতৃভাষা ক্রমহ্রস্বমান। সেই প্রেক্ষিতে বাঙালির মাতৃভাষা যখন বিদেশেও আপন অস্তিত্বে মর্যাদা লাভ করে, তখন তার বনেদিয়ানাই স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে ভাষার আভিজাত্যের মধ্যে মাতৃভাষার অস্তিত্বও বর্তমান। ভাষা মানুষের মন বা মননের সম্পদ, মাতৃভাষা তার আত্মিক সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকারে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। দেশভাগের চব্বিশ পর যেমন পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে, তেমনই তার অব্যবহিত পরিসরে স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বও বর্তমান। সেক্ষেত্রে দেশে বিদেশি বাংলাদেশিদের বিতাড়নের লক্ষ্যে আপামর বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই, সেই অধিকার কারও থাকতে পারে না। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় যে রাজ্যে ১৯ মে-র ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করে, সেই রাজ্যেই আবার বাঙালিদের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার সরকারি হুঁশিয়ারির মধ্যে যে দুঃসাহসী পদক্ষেপ বর্তমান, তা আসলে সুবিধাবাদী রাজনীতির গভীর ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তাতে সেই রাজ্যেই শুধু নয়, সেই সূত্রে অন্য বাজ্যগুলিতে বাঙালির দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঙালির মাতৃভাষার দুর্যোগই তাকে শুধু বিপর্যস্ত করবে না, বরং আরও সুযোগ করেও দেবে। মাতৃভাষার ঐক্যে এখনও বাঙালির হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই, আছে সম্প্রীতির মহামিলনের ঐক্যতান। সেই ঐক্যবোধেই বাংলা মাতৃভাষা মানেই বিদেশি। নয়, বাংলা বাঙালির আপন স্বদেশ। সেই স্বদেশ থেকে বিদেশি চিহ্নিত করা যায় না, বিতাড়ন তো দূরের কথা। যেভাবেই বলা হোক, যাকে উদ্দেশ্য করেই হোক, আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বাঙালিবিরোধী মানসিকতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, মান্যতা লাভ করে না। বরং এরকম ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারি বহুভাষাভাষীর দেশে বিভেদকামী শক্তিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার অপকৌশলে দেশের নাগরিক চেতনাতেই আরও তীব্র ভয়াবহ সংকট বয়ে আনবে। এজন্য তার তীব্র প্রতিবাদ জরুরি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইন্দিরার 'জরুরি অবস্থা': ৫০ বছরে ভারত কী শিক্ষা পেল

শশী থারুর

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন। ওই দিন ভারত এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হলো। সেদিন সকালবেলা রেডিও-টেলিভিশনে শোনা গেল এক শীতল ঘোষণা: 'দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।' এরপর ২১ মাস ধরে দেশটিতে মৌলিক অধিকার স্থগিত ছিল। তখন সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক ভিন্নমত নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেন নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। মনে হচ্ছিল ভারতের সংবিধানের মূল প্রতিশ্রুতিস্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বসবই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে গিয়েছিল। এরপর পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে। এত বছর পরে এসেও সেই সময়টি ভারতবাসীর সামষ্টিক স্মৃতিতে 'জরুরি অবস্থা' নামে গেঁথে আছে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় আমি ভারতে ছিলাম। অবশ্য ঘোষণার কিছুদিন পরেই আমি যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর করার জন্য চলে যাই এবং বাকিটা সময় দূর থেকেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। জরুরি অবস্থার শুরুর মুহূর্তেই আমার মনে গভীর এক অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। ভারতের যে উন্মুক্ত ও প্রাণখোলা গণপরিসরে সব সময় প্রাণবন্ত বিতর্ক আর স্বাধীন মতপ্রকাশ চলে আসছিল, সেটি যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিরচেনা কোলাহলের বদলে নেমে এসেছিল একধরনের ভয়ের নীরবতা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দাবি করেছিলেন, এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন; জরুরি অবস্থা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বাইরের হুমকি সামলানো যাবে না। তিনি বলেছিলেন, জরুরি অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। জরুরি অবস্থার সময়ে বিচারব্যবস্থাও প্রবল চাপে নতি স্বীকার করেছিল। এমনকি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তখন হ্যাবিয়াস কর্পাস (যার মাধ্যমে একজন নাগরিক অন্যায়ভাবে আটক হলে আদালতে নিজের মুক্তির আবেদন করতে পারেন) এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা বাতিলের সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিয়েছিলেন। সে সময় সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, বিরোধী রাজনৈতিক নেতাসবাইকে ধরে জেলে ভরে দেওয়া হয়। সংবিধানের এই ব্যাপক লঙ্ঘন মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক ভয়াবহ ইতিহাস তৈরি করে। জেল হেফাজতে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কথা সে সময়ে ততটা প্রকাশ না পেলেও যাঁরা সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের জন্য এটি ছিল এক নির্মম বাস্তবতা। আসলে 'শৃঙ্খলা' আর 'শান্তি-শৃঙ্খলার' কথা বলে যা প্রচার করা হয়েছিল, তা অনেক সময়ই ভয়ংকর নিষ্ঠুরতায় রূপ নিয়েছিল। এর সবচেয়ে নির্মম উদাহরণ ছিল জোর করে পুরুষদের বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি। ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে ওই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। মূলত দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর ওই 'অভিযান' চালানো হয়। শুধু সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সে সময় মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা জোর করে ভ্যাসেকটমি অপারেশন করা হতো। জরুরি অবস্থার সময় যে শৃঙ্খলা এসেছে বলে বলা হয়েছিল, তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। এর মধ্য দিয়ে ভারতের প্রজাতন্ত্রের আত্মাকেই হারাতে হয়েছিল। বিরোধী মত দমন, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, মতপ্রকাশ ও লেখার স্বাধীনতা বন্ধ করে দেওয়া এবং সংবিধানের নিয়মকানুনকে প্রকাশ্যেই অবজ্ঞা করার মতো কাজগুলো ভারতের রাজনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে শহরাঞ্চলেও ছিল দমন--- পীড়ন। রাজধানী নয়াদিল্লির মতো জায়গায় নির্মমভাবে বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ এক রাতেই গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। এসব গরিব মানুষের কী হবে, কীভাবে তারা বাঁচবেসেসব নিয়ে সরকার তখন একটুও চিন্তা করেনি। এই ঘটনার ভয়াবহতাকে পরে অনেকেই 'দুঃখজনক বাড়াবাড়ি' বলে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ এও বলেন, জরুরি অবস্থার পরপরই সাময়িকভাবে একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, যা নাকি গণতন্ত্রের গোলমালপূর্ণ রাজনীতির মধ্যে একধরনের বিরতি এনে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলোএই সহিংসতা ও দমন- পীড়ন এসেছিল এমন এক ব্যবস্থার হাত ধরে যেখানে ক্ষমতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং সেই ক্ষমতা একসময় নিপীড়ক স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

জরুরি অবস্থার সময় যে শৃঙ্খলা এসেছে বলে বলা হয়েছিল, তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। এর মধ্য দিয়ে ভারতের প্রজাতন্ত্রের আত্মাকেই হারাতে হয়েছিল। বিরোধী মত দমন, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, মতপ্রকাশ ও লেখার স্বাধীনতা বন্ধ করে দেওয়া এবং সংবিধানের নিয়মকানুনকে প্রকাশ্যেই অবজ্ঞা করার মতো কাজগুলো ভারতের রাজনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। যদিও বিচারব্যবস্থা পরে গিয়ে নিজ অবস্থান ঠিক করে নেয়, তবে শুরুতে তারা যেভাবে ভয় পেয়ে নতি স্বীকার করেছিল, তা সহজে ভুলে যাওয়ার নয়। ওই সময়ের এই কথিত 'বাড়াবাড়ি' বা 'অতিরঞ্জন' অসংখ্য মানুষের জীবনে গভীর ও স্থায়ী ক্ষতি করে যায়। অনেক পরিবার তাদের আপনজন হারায়। অনেকে অন্যায্য কারাদণ্ড বা নির্যাতন ভোগ করে।

এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা অনেক মানুষের মধ্যে একধরনের আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়। এর প্রকাশ আমরা দেখি ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে। তখন জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ভোট হয় এবং মানুষ বিপুলভাবে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস পার্টিকে পরাজিত করে।

আজ জরুরি অবস্থা ঘোষণার ৫০ বছর পূর্তি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন শুধু ভারতে নয়, অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিমালাকে ঘিরে গভীর বিভক্তি ও সংকট চলছে। তাই ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো ও নিজেদের ভেতরটা পর্যালোচনা করার জন্য এই বার্ষিকী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। জরুরি অবস্থা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, এই ধরনের আদেশ জারিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে কতটা ভঙ্গুর হতে পারে। একটি সরকার কত সহজেই নৈতিক দিশা হারাতে পারে এবং মানুষের কাছে তার দায়িত্ববোধ ভুলে যেতে পারে সেটি আমাদের এই ঘটনা আবার মনে করিয়ে দিয়েছে। ওই জরুরি অবস্থা আমাদের দেখিয়েছিল, ব্যক্তির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া কীভাবে ধীরে ধীরে ঘটানো হয়। তখনই আমরা সম্যকভাবে দেখেছিলাম, প্রথমে খুব সূক্ষ্মভাবে 'জনস্বার্থ' বা 'উন্নয়ন'ইত্যাদির নামে ছোট ছোট পরিসরে অধিকার খর্ব করা হয়। 'পরিবার পরিকল্পনা' আর 'শহর উন্নয়ন' এর মতো কথাগুলো একসময় জোরপূর্বক বন্ধ্যকরণ আর লোকদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভয়ংকর কাজে কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তা ওই ঘটনা আমাদের দেখিয়েছিল।

এই অভিজ্ঞতা থেকে শেখার মতো অনেক শিক্ষাই আছে। এসব শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, তথ্যের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যখন গণমাধ্যমকে দমন করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের জবাবদিহি করানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তবে এটাও সত্য, অনেক সংবাদমাধ্যম যেভাবে ভয় বা চাপের মুখে মাথা নিচু করেছিল, তা কিছুতেই ক্ষমাযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র টিকে থাকার জন্য একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা দরকার, যেটি নির্বাহী ক্ষমতার বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। আদালতের আত্মসমর্পণ (যদি সেটি সাময়িকও হয়) এক ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। তৃতীয় যে শিক্ষাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকের রাজনৈতিক পরিবেশে, তা হলোযখন একজন শাসক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় থাকে এবং নিজের সিদ্ধান্তকে সব সময় নির্ভুল মনে করে, তখন তিনি গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারেন। জরুরি অবস্থার সময় সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং যখনই কেউ সরকারের বিরোধিতা করেছে তখনই তার গায়ে 'দেশদ্রোহী' তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। আজকের ভারত ১৯৭৫ সালের ভারত নয়। এখন দেশ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। অনেক বেশি সমৃদ্ধ। অনেক দিক থেকে ভারত এখন অধিকতর শক্তিশালী গণতন্ত্র। তবু জরুরি অবস্থার শিক্ষা এখনো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ, ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রলোভন, সমালোচকদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা, কিংবা সংবিধানের নিয়মনীতি এড়িয়ে চলার প্রবণতাএসব এখনো বিভিন্ন রূপে সামনে আসে। অনেক সময় এসবের আড়ালে থাকে 'জাতীয় স্বার্থ' বা 'স্থিতিশীলতা'র মতো আকর্ষণীয় ভাষা। এই দিক থেকে জরুরি অবস্থা আমাদের জন্য এক সতর্কবার্তা। সেটি হলোগণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা কখনোই উদাসীন থাকতে পারে না। ভারতে হোক কিংবা বিশ্বের অন্য কোথাও; আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাদের নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: আমরা কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধীরে ধীরে ক্ষয় বুঝতে পারছি? আমরা কি শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রের আগমন ঠেকাতে পারব? আমরা সংবাদমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজকে রক্ষা করার জন্য যা করছি তা কি যথেষ্ট? এগুলো কি আমাদের স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য? জরুরি অবস্থাকে শুধু ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে মনে রাখলেই হবে না। বরং তার শিক্ষা আমাদের ভেতরে ধারণ করতে হবে। এটা যেন সব সময় আমাদের মনে করিয়ে দেয়গণতন্ত্র কোনো স্থায়ী বা নিশ্চিত কিছু নয়। এটি আমাদের কাছে এমন এক অমূল্য উত্তরাধিকার, যাকে ভালোবাসা দিয়ে লালন করতে হয় আর বিপদের সময় সাহস নিয়ে রক্ষা করতে হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় এআইডিএসওর উদ্যোগে এক দাবি সনদ নিয়ে র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে সুশাসন: প্রধানমন্ত্রী

দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই : আজ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ৫,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইস্পাত শহর হিসেবে পরিচিত দুর্গাপুর ভারতের শ্রমশক্তির একটি প্রধান কেন্দ্রও। তিনি ভারতের উন্নয়নে এখানকার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে আজকের দিনটি সেই ভূমিকাকে আরও জোরদার করবে। শ্রী মোদী বলেন, আজ চালু হওয়া প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের সংযোগ বৃদ্ধি করবে এবং গ্যাস-ভিত্তিক পরিবহন এবং গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং দুর্গাপুরের ইস্পাত শহর হিসেবে পরিচয়কে শক্তিশালী করবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্পগুলি 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তিনি নিশ্চিত করেন যে, এই অঞ্চলের যুবকদের জন্য অসংখ্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বিশ্বব্যাপী আলোচনা ভারতের উন্নত জাতি হওয়ার সংকল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি এর জন্য ভারতে চলমান রূপান্তরমূলক পরিবর্তনগুলিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন, যা একটি উন্নত ভারতের ভিত্তি স্থাপন করছে। এই পরিবর্তনগুলির একটি প্রধান দিক হল সামাজিক, ভৌত এবং ডিজিটাল সহ পরিকাঠামো। শ্রী মোদী তাঁর ভাষণে সরকারের মূল সাফল্যগুলি তুলে ধরেন, যেমন : দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটিরও বেশি পাকা ঘর, কোটি কোটি শৌচাগার, ১২ কোটিরও বেশি নলের জল সংযোগ, হাজার হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা ও মহাসড়ক, নতুন রেললাইন, ছোট শহরে বিমানবন্দর এবং প্রতিটি গ্রাম ও বাড়িতে বিস্তৃত ইন্টারনেট সংযোগ। তিনি নিশ্চিত করেন যে, এই আধুনিক পরিকাঠামো পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রতিটি রাজ্যকে উপকৃত করছে। পশ্চিমবঙ্গে ট্রেন সংযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিপুল সংখ্যক বন্দে ভারত ট্রেন প্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি বাংলা। তিনি কলকাতা মেট্রোর দ্রুত সম্প্রসারণ এবং নতুন রেল লাইন, ট্র্যাক দ্বিগুণকরণ এবং বিদ্যুতায়নের চলমান কাজের কথা তুলে ধরেন। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন যে, অসংখ্য রেল স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক রেল ওভারব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আরও দুটি রেল ওভারব্রিজের উদ্বোধন করা হয়েছে আজ। তিনি আরও বলেন যে, এই সমস্ত প্রচেষ্টা বাংলার মানুষের জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করবে।

এই অঞ্চলের বিমানবন্দরকে উড়ান প্রকল্পের সাথে একীভূত করার বিষয়টি তুলে ধরে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, গত এক বছরে ৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী এই সুবিধা দিয়ে ভ্রমণ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ধরনের পরিকাঠামো কেবল সুবিধাই বৃদ্ধি করে না বরং হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানও তৈরি করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। গত ১০-১১ বছরে ভারত গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দশকে সারা দেশের বাড়িতে এলপিজি পৌঁছেছে এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তিনি 'এক জাতি, এক গ্যাস গ্রিড' দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা যোজনা চালু করার উপর সরকারের কাজের উপর জোর দেন। এই উদ্যোগের আওতায়, পশ্চিমবঙ্গ সহ ছয়টি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে। লক্ষ্য হল এই রাজ্যগুলির শিল্প এবং রান্নাঘরে সাশ্রয়ী মূল্যের পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহ করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্যাসের সহজলভ্যতা যানবাহনগুলিকে সিএনজিতে চালানো এবং শিল্পগুলিকে গ্যাস-ভিত্তিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে সক্ষম করবে। দুর্গাপুরের শিল্প অঞ্চল এখন জাতীয় গ্যাস গ্রিডের অংশ হয়ে উঠেছে বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রী মোদী বলেন, এই প্রকল্পটি এলাকার শিল্পগুলিকে উপকৃত করবে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারে সাশ্রয়ী মূল্যের পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহ করবে। তিনি নিশ্চিত করেন যে, এটি লক্ষ লক্ষ পরিবারের, বিশেষ করে মা ও বোনদের জীবন সহজ করবে এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, দুর্গাপুর এবং রঘুনাথপুরের প্রধান ইস্পাত ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই সুবিধাগুলিতে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই কেন্দ্রগুলি এখন আরও দক্ষ এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করার জন্য সক্ষম। এই প্রকল্পগুলির সফল সমাপ্তির জন্য তিনি বাংলার জনগণকে বিশেষ অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের কারখানা হোক বা তার ক্ষেত্র, প্রতিটি প্রচেষ্টা একক সংকল্প দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, আর সেটি হল - ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা। তিনি সরকারের এগিয়ে যাওয়ার পথের রূপরেখা তুলে ধরেন। এগুলি হল ঃ উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে সুশাসন। শ্রী মোদী এই মূল্যবোধগুলিকে সমুন্নত রেখে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার একটি শক্তিশালী ইঞ্জিনে পরিণত করা হবে বলে নিশ্চিত করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, শান্তনু ঠাকুর, ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রধানমন্ত্রী তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ, সড়ক ও রেল খাতের জন্য একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটি তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোর উন্নয়নে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (সিজিডি) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যার মূল্য প্রায় ১,৯৫০ কোটি টাকা। এটি পরিবার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প গ্রাহকদের পিএনজি সংযোগ প্রদান করবে এবং খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে সিএনজি সরবরাহ করবে এবং এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

দুর্গাপুর-হলদিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের দুর্গাপুর থেকে কলকাতা অংশ (১৩২ কিলোমিটার) জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যা উচ্চাকাঙ্ক্ষী জগদীশপুর-হলদিয়া এবং বোকারো-ধামরা পাইপলাইনের অংশ হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা (পিএমইউজি) প্রকল্প নামেও পরিচিত। দুর্গাপুর থেকে কলকাতা অংশটি ১,১৯০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং নদীয়া জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাইপলাইনটি বাস্তবায়নের সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করবে এবং এখন এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ পরিবারে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ সহজতর করবে।

সকলের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপুর ইস্পাত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১,৪৫৭ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন (এফজিডি) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এটি এই অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

এই অঞ্চলে রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী পুরুলিয়া-কোটশিলা রেল লাইন (৩৬ কিলোমিটার) ডাবলিং এর কাজ দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন, যার জন্য ব্যয় হবে ৩৯০ কোটি টাকারও বেশি। এটি জামশেদপুর, বোকারো এবং ধানবাদ থেকে রাঁচি ও কলকাতার সাথে শিল্পের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং পণ্যবাহী ট্রেনের দক্ষ চলাচল নিশ্চিত করবে, ভ্রমণের সময় কমাবে এবং শিল্প ও ব্যবসার জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করবে।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমানের তোপসি এবং পাণ্ডবেশ্বরে ৩৮০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে সেতু ভারতম কর্মসূচির আওতায় নির্মিত দুটি রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) এরও উদ্বোধন করেছেন। এটি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনা রোধেও সহায়তা হবে।

PNIe-T No:- 62/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 14/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-
Name of work: Providing, installation and commissioning of Cold Storage under NADCP-FMD at
O/o the Dy. Director of ARDD, Belonia, South District.
1. DNIeT No: 43/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26.
2. ESTIMATED COST :- Rs 11,29,846.00
3. EARNEST MONEY :- Rs 22,597.00
4. TIME OF COMPLETION:- 120 (One Hundred Twenty) Days.
5. Bid Fee : Rs 1,000/-
6. Last date & time for online Bidding: 28/07/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1504/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD, Agartala

PNIT No. 06/EE/WRID/AGT/2025-26, Dated 08/07/2025

The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, PWD (Water Resources), Kunjaban, Agartala invites e-RFP on behalf of the "Governor of Tripura" for appointment of consultants of national repute, to execute Consultancy Services for preparation of DPR for the RMBA work "Raising & Strengthening of Existing Embankment near Indo-Bangla Border Fencing in different parts of Tripura under FMBAP". This is an invitation for e-Request for Proposal (RFP) No .02/ACE/P&DU/PWD(WR)/2025-26 open to Consultancy firms who have experience in the consultancy work of similar nature of works including water front Development and consider themselves capable to undertake consultancy work for the projects.
Last date of e-bidding document downloading & Uploading 05/08/2025 upto 3:00 P.M. in website https://tripuratenders.gov.in
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in or contact with the O/o the bid inviting authority through email: eewrinvdiv@gmail.com
Memo No.F.1(14)/EE/WRID/TECH/2018/ 046-1085
ICA/C/ 1486/25

Executive Engineer,
W.R. Investigation Division,PWD(WR),
Kunjaban, Agartala.

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু মুসলিম বাঙালিদের পক্ষেই দাঁড়ান, গোটা বাঙালি সমাজের নয় : হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই : বাঙালি দরদ এখন রাজনীতির অন্যতম হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃষ্টি ভিজে রাস্তায় পা মেলাতেই এবার আসরে নেমেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মমতার উদ্দেশ্যে হিমন্তের কটাক্ষ, তিনি শুধু মুসলিম বাঙালিদের জন্যই রাজনীতি করছেন, গোটা বাঙালি সম্প্রদায়ের পক্ষে নন। স্বাভাবিকভাবেই এই মন্তব্য ঘিরে অসম-সহ পূর্বোত্তরের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বাঙালিদের ভালবাসেন, না কি শুধুই মুসলিম বাঙালিদের, এটা আমার প্রশ্ন? সাথে সাথেই তিনি বলেন, আমার উত্তর হল, শুধুই মুসলিম বাঙালিদের। পাশাপাশি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ) নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতার প্রসঙ্গ টেনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, তিনি যদি বাঙালিদের জন্য এত চিন্তিত হন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সিএএ কেন বাস্তবায়িত করছেন না? কারণ তিনি শুধুমাত্র মুসলিম বাঙালিদের নিয়েই ভাবেন, গোটা বাঙালি সমাজের জন্য নয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে অসম ও আশপাশের রাজ্যগুলিতে ভাষা ও পরিচয়কে ব্যবহার করে ভোটারদের মেরুকরণের অভিযোগ তুলেছিলেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক অভিযোগের জবাব দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কড়া সতর্কবার্তাও দেন। তিনি বলেন, তিনি যদি অসমে শুধুই মুসলিম বাঙালিদের স্বার্থে আসেন, তবে অসমিয়া এবং হিন্দু বাঙালি জনগণ তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী শর্মা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, তবে তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, অনুপ্রবেশ, জনগোষ্ঠীগত পরিচয় ও রাজনৈতিক সমীকরণ ঘিরে রাজ্যে উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান। অসম বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জমি দখলের সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। রাজ্যের দীর্ঘকালীন 'অভ্যন্তরীণ বনাম বহিরাগত' বিতর্ক এবং ভূমিপুত্রদের অধিকার নিয়ে সংঘাতের ইতিহাস ফের তীব্র হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ইঙ্গিত দেন, এই সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের কারণে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের বিরোধিতা করে বারবার দাবি করেছে যে এটি 'বাঙালি বিরোধী পদক্ষেপ'।

এ প্রসঙ্গে হিমন্ত শর্মা বলেন, বাংলা ভাষার আড়ালে মমতা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করছেন। অসমে ১৯৮০ সাল থেকে শুরু হওয়া অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি আজও জীবন্ত। এই প্রসঙ্গে হিমন্ত শর্মার মন্তব্য ফের এই বিতর্ককে উসকে দিল। রাজ্যে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালি ও ভূমিপুত্র অসমিয়া জনজাতিদের মধ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

PNIT No.: e-PT- 08/EE/RDMNP/PNIT(W)/2025-26, Date,08/07/2025.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites percentage rate e-tender (two bid system) from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works up to 3.00 P.M of 23/07/2025 for "Construction of Verticle Extension of Mohanpur CHC" and tender may likely to be opened on the same day i.e. 23/07/2025, if possible.
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 1496/25

Executive Engineer
R.D Mohanpur Division.

PNIe-T-11/EE/RD/BSGD/SPJ/2025-26/ dt. 17/07/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3:00 P.M. on 30/07/2025 for 2 (Two) nos work. (PWD SOR 2023).
Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in.
Pre-Bid Conference Date: 23.07.2025 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
ICA/4/1505/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/36/2025-26

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 29/07/2025 for the following work:-

SI No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No: EE-IED/AGT/44/2025-26	₹ 116,068.00	₹ 2,321.00	07 (seven) days	Up to 16.00 Hrs on 28/07/2025	At 15.30 Hrs on 29/07/2025	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala: West Tripura	Appropriate Class
2.	DNIT No: EE-IED/AGT/45/2025-26	₹ 142,116.00	₹ 2,842.00	07 (seven) days				
3.	DNIT No: EE-IED/AGT/46/2025-26	₹ 292,983.00	₹ 5,860.00	07 (seven) days				
4.	DNIT NO: EE-IED/AGT/47/2025-26	₹ 146,037.00	₹ 2,921.00	07 (seven) days				
5.	DNIT No: EE-IED/AGT/48/2025-26	₹ 150,946.00	₹ 3,019.00	07 (seven) days				

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.
ICA/C-1501/25

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
M: 9436925870

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 29/07/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	2nd Call/ Construction of Ramp with Handrail in Radhanagar High, Noagaon JB, Jharjharia JB, DugraiKami MB SB (Gatha bill BP) under West District, Elementary Level of Samagra Shiksha for the year 2024-25 PNIET No- 67/EE/ ENGG.CELL/SAMAGRA/ 2025-26 DNIET No:-33/EE/ ENGG.CELL/SAMAGRA/ 2025-26	Rs.2,96,000.00	Rs.5920.00	60 days	Up to 3PM 29/07/2025	At 30/07/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
website https:/tripuratenders.gov.in
ICA/C-1498/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

শুক্রবার পূর্ব থানার উদ্যোগে চুরি যাওয়া বাইক তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে দরখাস্ত ও আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ২৫০০ অফিসারা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ২৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন, মোট শূন্যপদ ২৫০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৬৭টি, এসটি'র জন্য ১৭৮টি, ওবিসি'র জন্য ৬৬৭টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২৪৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০৪৩টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৯৫টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি/ এইচআরএম/ আরইসি/ এডিভিটি/ ২০২৫/ ০৫, তারিখ ০৪-০৭-২০২৫।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সমূহে **পি.ও বা অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫,২০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটারভিত্তিকপরীক্ষা ১৭ আগস্ট থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সমূহে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রিপাশ, বয়সঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ অক্টোবর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।।

* কোস্ট গার্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ২১-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **এম.টি.এস, হাওলাদার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ১০৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই পর্যন্ত পুনরায় বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **আর্টিসান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক.... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, ১ বছরের ডিসিএ কোর্স করা হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমএসসি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫,২০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৭ আগস্ট থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ অক্টোবর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, যে-কোনও ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এম.টি.এস, হাওলাদার (কেন্দ্রীয় সরকার),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই পর্যন্ত পুনরায় বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬২৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আর্টিসান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাজ্য সরকার)**
,
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, ১ বছরের ডিসিএ কোর্স করা হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু (এয়ার ফোর্স)**
শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমএসসি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে ১০৭৫ এমটিএস অনলাইনে আবেদন, আগরতলায় পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মাধ্যমিকপাশদের থেকে শুরু করে উচ্চতর যোগ্যতায় ১০৭৫ জনের চাকরি হচ্ছে। এসএসসি'র ওয়েবসাইটে লগঅন্ করে একবার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিলে পরবর্তী সময়ে এসএসসি-র যে-কোনও বিজ্ঞাপন অনুযায়ী খুব সহজেই আবেদন করা যায়। মূল খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন অফিস ও দপ্তরে এম.টি.এস, হাওলদারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত্পক্ষে মাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু। কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

কোনও বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষাপটে অনলাইনে চাকরির দরখাস্তপাঠানো সহজ হলেও, অপেক্ষা করতে নেই। শেষ তারিখের যত আগে সম্ভব, আবেদন করে নিতে হয়। এসএসসি পরীক্ষার দরখাস্তপাঠাতে গিয়ে আগে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে আবেদন করুন। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিসগুলোতে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। মাল্টি-টাস্কিং (নন্-টেকনিক্যাল) স্টাফ, এন্ড হাওলদার (সিবিআইসি এন্ড সিবিএন) এগজামিনেশন, ২০২৫-এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে জুলাইয়ে। ২০ সেপ্টেম্বর থেকেপরীক্ষা শুরু, তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। অবশ্যই ১৫ দিন আগে জানিয়ে দেওয়া হবে এসএমএস ও কল লেটারের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময়ে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। অন্তত মাধ্যমিকপাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৫ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতেপারেন। কিছুপদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ২৫ বছর। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। এবারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতেপারেন। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০১-০৮-২০২৫ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রভৃতিপ্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড়পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩২ বছর, শারীরিকপ্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৭ বছর, বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩৫ বছর। বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা এসসি/ এসটি মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর। এম টি এস পদের মাইনে হবে ৭ম পে কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স পে লেভেল-১ অনুযায়ী। এছাড়া, অতিরিক্ত হিসেবে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। পদগুলো নন-টেকনিক্যাল, নন্-গ্যাজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল, গ্রুপ-সি ক্যাটেগোরির। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্অন করে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ অফলাইনে দরখাস্তপাঠানোর পদ্ধতিও উঠে গেছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিকপ্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচপ্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ২৪ জুলাই, রাত ১১টার মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২৪ জুলাই। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্তপাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটারপ্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তপূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগতসময়ে এ ধরনের বিভিন্নপরীক্ষারপ্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতেপারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরিপরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাল্টি-টাস্কিং (নন্-টেকনিক্যাল) স্টাফ, এন্ড হাওলদার (সিবিআইসি এন্ড সিবিএন) এগজামিনেশন - ২০২৫-এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হবে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে। তবে তা অবশ্যই ১৫ দিন আগে জানিয়ে দেওয়া হবে এসএমএস ও কল লেটারের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময়ে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। মোট প্রশ্ন ৯০টি। প্রতিটি ৩ নম্বর করে মোট ২৭০ নম্বরের। অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪টি পেপার। দুটিতে ৬০ এবং দুটিতে ৯০ করে মোট ২৭০ নম্বরের। সময় দেড় ঘন্টা বা ৯০ মিনিট। স্ক্রাইবার অর্থাৎ লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় যেমন ৩০ মিনিট অতিরিক্ত পাবেন। অর্থাৎ, তাঁদের জন্য সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি হলঃ সেশন-১ঃ (১) নিউমেরিক্যাল এন্ড ম্যাথামেটিক্যাল এবিলিটি, (২) রিজনিং এবিলিটি এন্ড প্রবলেম সলভিং। সেশন-২ঃ (১) জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কমপ্রিহেনশন। ইংলিশ ছাড়া সব প্রশ্নই হবে ইংরিজি-হিন্দিতে দ্বিভাষিক। আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার সুবিধাও থাকবে। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, তবে সেশন-১ এর জন্য নয়। সেশন-২ এর ক্ষেত্রে প্রতিটি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে খোয়াতে হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার ফল বেরোলে সফল প্রার্থীরা তার দেড়-দু' মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্ব বা ডেসক্রিপটিভ টেস্টে ডাক পাবেন। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার দিন-তারিখও পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। তখন নেওয়া হবে আধ ঘন্টার জন্য ৫০ নম্বরের লিখিতপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে, তবে প্রাপ্ত নম্বর মেধা-তালিকা তৈরির কাজে যোগ হবে না, মেধাতালিকা তৈরি হবে ডেসক্রিপটিভ টেস্টে সফল হওয়া প্রার্থীদের কেবল কম্পিউটার ভিত্তিক অবজেকটিভ পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে। পরীক্ষাকেন্দ্র হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায়। তবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় পছন্দমত তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্র উল্লেখ করতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। যে অঞ্চলে আবেদন করবেন কেবল সেখানকার যে-কোনও একটিপরীক্ষাকেন্দ্র বাছতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দরখাস্তপাঠিয়ে দেওয়া অনেক শ্রেয়। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড অর্থাৎ অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট অনলাইনে দেওয়া হবে। যথাসময়ে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে তা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

অনলাইনে আবেদন, কম্পিউটারে পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় রেলে ৬২৩৮ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে রেল মন্ত্রকের অধীনে টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে টেকনেশিয়ান পদে ৬২৩৮ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে টেকনেশিয়ান পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৬২৩৮টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ১০২০টি, এসটি'র জন্য ৫৮৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৪২৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৫৭৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৬৩০টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৩৪৩টি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৬৪২টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃপদের নাম ঃ টেকনেশিয়ান গ্রেড ওয়ান সিগন্যাল ঃ শূন্যপদ ২,১৯৬টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩২৬টি, এসটি'র জন্য ১৫৮টি, ওবিসি'র জন্য ৫৪৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২১২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৫৫টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১০৮টি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২২৩টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে। বয়স ১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ - ৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য।

ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ টেকনেশিয়ান গ্রেড থ্রি ঃ শূন্যপদ ১৮৩৭টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৮১টি, এসটি'র জন্য ১৬০টি, ওবিসি'র জন্য ৪৪৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ১৯৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৭৫৬টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১১৬টি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১৮১টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে। বয়স ১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ - ৩০ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য। প্রতি ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। ১০০টি এমসিকিউ, ১০০ নম্বর এবং সময় ৯০মিনিট। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০২/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

শুক্রবার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে লালবাহাদুর ক্লাবের খুঁটি পূজা আয়োজিত হয়।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় জোর অরুণাচল মন্ত্রিসভায়

ইটানগর, ১৮ জুলাই : অরুণাচল প্রদেশ সরকার শুক্রবার ১৮ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠকে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাতে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সরকারি আবাসন বরাদ্দে স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ অনুমোদিত হয়েছে।

পাপুম পারে জেলার তোরু-তে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ৩৪টি শিক্ষক ও অশিক্ষক পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে কারিগরি শিক্ষার পরিকাঠামো মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করতে ষষ্ঠ ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে দুটি স্টেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও পাঁচটি আইআর ব্যাটালিয়ান রয়েছে। নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর নির্ভরতা কমবে এবং স্থানীয় যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

পক্সো আইন, ২০১২-এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী 'সাপোর্ট পার্সন' নিয়োগের মডেল গাইডলাইন রাজ্য ভিত্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। প্রতি ১০টি মামলায় একজন সাপোর্ট পার্সন নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা প্রি-ট্রায়াল ও ট্রায়াল পর্বে শিশু নির্যাতনের শিকারদের পাশে থেকে সহায়তা করবেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য রাজধানী ও জেলার সরকারি সাধারণ আবাসনের বরাদ্দ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে নতুন গাইডলাইন অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে অবৈধ দখল, অপব্যবহার এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট-এ তিনজন উপ-পরিচালক, দশজন সহকারী পরিচালক এবং আঠারো জন কেরানি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটরদের পুনঃ নামকরণ করে ডেপুটি ডিরেক্টর করা হবে। পাশাপাশি পাবলিক প্রসিকিউটর, অ্যাডিশনাল ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রসিকিউটরের বেতন কাঠামো সরকারী মানদণ্ড অনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়েছে।

বন্দরদেওয়ায় পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ফরেনসিক সায়েন্স ডিরেক্টরেট-এর ক্যাডার পুনর্গঠনের জন্য রিক্রুটমেন্ট রুল সংশোধন করা হয়েছে। সায়েন্টিস্ট-ই, ডি, সি এবং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টদের পদে নাম ও বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও, বেসামরিক বিমান পরিবহন অধিদপ্তরে ১০টি নতুন পদ সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর থেকে পশুচিকিৎসা আধিকারিকদের পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন দপ্তরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার এই বিস্তৃত সিদ্ধান্তগুলি পরিষেবা উন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নাগরিক সুরক্ষার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করছে।

ভারত-মার্কিন সন্ত্রাস দমন সহযোগিতার দৃঢ় স্বীকৃতি টিআরএফ পদবী প্রসঙ্গে ইএএম জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি)-এর প্রক্সি সংগঠন দ্য রেসিস্ট্যান্স ফ্রন্টকে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বিশেষ মনোনীত বিশ্ব সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করার প্রতিক্রিয়ায়, ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এটিকে ভারত-মার্কিন সন্ত্রাস দমন সহযোগিতার একটি শক্তিশালী স্বীকৃতি বলে অভিহিত করেছেন।

শুক্রবার এক্স-এ একটি পোস্টে জয়শঙ্কর বলেছেন: 'ভারত-মার্কিন সন্ত্রাস দমন সহযোগিতার একটি শক্তিশালী স্বীকৃতি। টিআরএফ — একটি লস্কর-ই-তৈয়বা প্রক্সি — কে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বিশেষ মনোনীত বিশ্ব সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করার জন্য গছত্রত্বট্টড্ডক্সদ্র এবং গছষ্ঠংখষ্ঠত্রঙ্গত্রদ্মষ্ঠ কে ধন্যবাদ জানাই। এটি ২২ এপ্রিলের পাহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছিল। সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট, মার্কো রুবিও, বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে সহিংসতামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করে।

রুবিও বলেন, 'এই পদক্ষেপ ট্রাম্প প্রশাসনের আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং পাহলগাম হামলার ন্যায়বিচারের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আহ্বান কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে।'

তিনি আরও যোগ করেন যে প্রাসঙ্গিক মার্কিন আইন এবং নির্বাহী আদেশ অনুসারে টিআরএফকে মনোনীত বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বিশেষ মনোনীত বিশ্ব সন্ত্রাসীদের তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে।

রুবিও বলেন, 'টিআরএফ, একটি লস্কর-ই-তৈয়বা ফ্রন্ট এবং প্রক্সি, ২২ এপ্রিল, ২০২৫ সালের পাহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছিল, যেখানে ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিল।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, '২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পর এটি ভারতে বেসামরিক নাগরিকদের উপর সবচেয়ে মারাত্মক হামলা ছিল, যা এলইটি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।'

এই পদবী টিআরএফের আর্থিক নেটওয়ার্কে প্রবেশ সীমিত করবে, এর অপারেটরদের উপর আন্তর্জাতিক নজরদারি বাড়াবে এবং পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করবে, যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতকে লক্ষ্যবস্তু করে আসছে। ভারত ধারাবাহিকভাবে সীমান্ত সন্ত্রাসবাদে টিআরএফের ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ নয়াদিল্লির জন্য একটি কূটনৈতিক বিজয় এবং একটি স্পষ্ট বার্তা যে নতুন নামে পরিচালিত সন্ত্রাসী প্রক্সিগুলি জবাবদিহিতা এড়াতে পারবে না।

এই ঘটনা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি দৃঢ় বিবৃতির পরপরই ঘটল, যেখানে পাহলগাম হামলার নিন্দা করা হয়েছিল এবং সন্ত্রাসবাদের অপরাধী ও পৃষ্ঠপোষকদের বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ২২ এপ্রিলের পাহলগাম সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেখানে ধর্ম পরিচয় দিয়ে ২৬ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২৫ জন পর্যটক ছিলেন, যার মধ্যে একজন নেপালি নাগরিকও ছিলেন। সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন স্থানীয় ঘোড়াওয়ালাও নিহত হয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টিআরএফ-কে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করল, পহেলগাম হামলার ন্যায়বিচারের ডাক কার্যকর করল ট্রাম্প প্রশাসন

নিউ ইয়র্ক, ১৮ জুলাই: ভারতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট"-কে একটি বৈশ্বিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে মনোনীত করেছে। এটি পহেলগাম হামলায় ন্যায়বিচারের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বানের সরাসরি ফল।

টিআরএফকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৃহস্পতিবার বলেছেন, এই পদক্ষেপ 'আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং পাহলগাম হামলার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ন্যায়বিচারের আহ্বান বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ন্যায়বিচারের আহ্বানকে প্রতিফলিত করে।

তিনি আরও জানান যে, টিআরএফকে "বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন" এবং "বিশেষভাবে মনোনীত বৈশ্বিক সন্ত্রাসী" তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'লস্কর-ই-তৈয়বা-এর একটি ফ্রন্ট এবং প্রক্সি সংগঠন টিআরএফ, ২০২২ সালের ২২ এপ্রিলের পাহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছিল, যেখানে ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।' তিনি যোগ করেন, '২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পর ভারতে বেসামরিক নাগরিকদের উপর এটি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক হামলা, যা এলইটি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।'

ট্রাম্প, যিনি এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন, টিআরএফ হামলার পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করে 'এই জঘন্য হামলার অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন' জানিয়েছিলেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত মাসে ওয়াশিংটনে রুবিওর সঙ্গে তার বৈঠক এবং কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে টিআরএফ হামলার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

এলইটি , যার ফ্রন্ট হিসেবে টিআরএফ কাজ করে, পাকিস্তানে অবস্থিত এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

কংগ্রেস পার্টির নেতা শশী থারুরের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত মাসে মার্কিন কংগ্রেস সদস্য এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে টিআরএফ-এর ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছিল।

One Time Financial Support (1st Installment for the Academic Year 2024 25)

সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংখ্যালঘু জাতি ভুক্ত অ-উপজাতি খ্রিস্টান, অ-উপজাতি বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ, জৈন ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে, যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম কিস্তির জন্য bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে কিছু আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যে কিছু ভুল থাকায় হেতু bms.tripura.govt.in portal এ বর্তমানে 'defective" পর্য্যায়ে আছে, যা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীগণ বর্ধিত সময়সীমা আগামী ০৪/০৮/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে bms.tripura.govt.in portal এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবেন।

উক্ত বর্ধিত সময়সীমার পর কোনো defective আবেদন পত্র সংশোধন করা যাবে না এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। তাছারা নতুনভাবে কোনো আবেদন ও করা যাবে না, বিস্তারিত বিবরনের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট (minoritieswelfaretripura.gov.in) এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

দূরভাষ :- ০৩৮১- ২৩০০০৮৩

ICA/D-616/25

অধিকর্তা

সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার

গোয়ালপাড়ার পাইকান অরণ্যে হিংসার ঘটনায় রাহুল-খড়গের বক্তব্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই : গোয়ালপাড়া জেলার পাইকান রিজার্ভ ফরেস্টে অবৈধ দখলদার ও পুলিশ-ফরেস্ট ব্যাটালিয়নের মধ্যে সংঘর্ষের পেছনে কংগ্রেস নেতাদের উসকানিমূলক বক্তব্যের ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে অসম পুলিশ। শুক্রবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এ-কথা জানিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার ওই সংঘর্ষে একজন নিহত হন এবং অন্তত এক ডজনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মীও রয়েছেন। অভিযোগ, উচ্ছেদকৃত বসবাসকারীরা লাঠি ও পাথর নিয়ে আক্রমণ করে। যার জবাবে পুলিশকে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংঘর্ষের আগের দিন ছয়গাঁওয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী একটি জনসভা করেছেন। সেখানে গোয়ালপাড়া জেলার একাধিক ব্যক্তি, এমনকি এক কংগ্রেস জেলা পরিষদ সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষ হওয়ার পর তারা রাতে পাইকানে গিয়ে স্থানীয়দের উসকানি দিয়েছেন। পরদিন সকালেই বন বিভাগের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

তিনি দাবি করেন, এই হিংসা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। অসম পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, রাহুল গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খড়গে-এর বক্তব্যের কোনও প্রভাব এই ঘটনার উপর পড়েছিল কিনা। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে। একজন মানুষ মারা গেছেন, একজন গুরুতর আহত, বলেন শর্মা।

তিনি আরও বলেন, যদি রাহুল গান্ধী ওই উসকানিমূলক বক্তব্য না দিতেন, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। তিনি আগের উদাহরণ টেনে বলেন, এর আগে বহুবার শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান হয়েছে, কোনও সমস্যা হয়নি। এবার কেন হবে, প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানান তিনি। আমাদের অভিধানে চিন্তা বা পরিকল্পনার জন্য সময় নেই, আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করি। ১-২ ঘণ্টার মধ্যেই ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। এখন পাইকান পুরোপুরি খালি, বলেন তিনি।

অমরপুর সিন্ডিকেটের

● প্রথম পাতার পর

শেষ পর্যন্ত মন্ডল সভাপতি কথা বলেন বিধায়কের সাথে। তারপর সিদ্ধান্ত হয় আগামী শনিবার বিধায়ক রঞ্জিত দাসের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক করা হবে। বৈঠকে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বাস চালকরা এ আশ্বাস পেয়ে জানান, যদি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করবে, না হলে তাদের আন্দোলন জারি থাকবে। তবে আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই আশ্বাস পেয়ে টানা পাঁচ ঘন্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় অবরোধকারী বাস শ্রমিকরা।

জাতীয় সড়কে গাছ ভেঙে

● প্রথম পাতার পর

এরপর প্রণব দেবনাথ এবং আরও কয়েকজন যুবক মিলে গাছের ঠালা কেটে জাতীয় সড়ক পরিষ্কার করে এবং খবর দেওয়া হয় চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে। তবে অল্পেতে রক্ষা পায় বিধূভূষণ দেবনাথ পাশাপাশি রক্ষা পায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কারণ এই সময়ে অনেক স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এই স্থান দিয়েই বিদ্যালয়ে গিয়েছে।

ষাঁড়ের সাথে ধাক্কায় ভয়াবহ

● প্রথম পাতার পর

জোলাইবাড়ি বাইপাসে ষাঁড়ের সাথে ধাক্কায় বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। এতে বাইক চালক বিপ্লব বড়ুয়া নামে এক যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। জানা যায় তার বাড়ি উদয়পুর ড্রপগেট এলাকায়। ওই বাইকে থাকা অপরজন দেবব্রত সরকার গুরুতরভাবে আহত হয়। তার বাড়ি শান্তিরবাজার এলাকায়। আহত দেবব্রত সরকারকে জুলাই বাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জোলাইবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করে দেন দেবব্রত সরকারকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে।

অরুণাচলে উদ্ধার বিপুল

● প্রথম পাতার পর

বলে জানান ওই প্রতিরক্ষা আধিকারিক। এর আগেও চলতি মাসের শুরুতে অরুণাচল প্রদেশের বোরুম এলাকায় এক সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। ওই অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়।

বিশ্বস্ত গোয়েন্দা সূত্রে তথ্য পেয়ে পাপু হিলস থানার ইনস্পেক্টর তরুণ মাই (ওসি)-এর নেতৃত্বে এসআই গ্যাটি লেন্টো, এএসআই কিপা তাকিয়া এবং কনস্টেবল পি. শইকিয়া সমন্বয়ে একটি বিশেষ দল অভিযানে নামে। এই অভিযান পরিচালিত হয় নাহারলাগুন-এর এসডিপিও ঋষি লংডোর তত্ত্বাবধানে

কের পূজা মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কের পূজা আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের চিরাচরিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক। রাজন্য আমল থেকেই ধর্মীয় আচার আচরণ ও প্রথা মেনে পরম্পরাগতভাবে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা প্রাচীন বিশ্বাসের ধারক ও বাহক। এই পূজা একে অপরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

কের পূজা উপলক্ষ্যে আমি রাজ্যবাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।"

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে

● প্রথম পাতার পর

এই বিক্ষোভ সম্পর্কে জনৈক ছাত্রনেতা বলেন, গোটা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বিভিন্ন কলেজে সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আগের সেমিস্টারের রেজাল্ট দেওয়ার আগেই নতুন সেমিস্টারের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হচ্ছে। গোটা রাজ্যব্যাপী ত্রিশ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছেন যারা বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজগুলোতে পড়াশোনা করছেন। ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী তিন মাস ক্লাস করানোর পর একটি সেমিস্টার পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজগুলিতে ১০-১৫ দিন ক্লাস করানোর পরেই আবার নতুন করে সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বারবার উচ্চশিক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা হলেও তারা দেখা করতে রাজি নন বলে অভিযোগ করেছেন যুবনেতা। তাই বাধ্য হয়ে এদিনের তারা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করেছে।

৭ বছরে রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় ১০,৬১৮.৪২৩ কিমি, যার মধ্যে ১,০৫৭ কিমি রাজ্য জাতীয় সড়ক রয়েছে। এরমধ্যে ১৭১ কিমি বড় জেলা সড়ক, অন্যান্য জেলা রাস্তা ৪৮৩ কিমি, শহর রাস্তা ১,১৬৭ কিমি এবং গ্রামীণ সড়ক রয়েছে আরও ৭,৭৪০ কিমি। ত্রিপুরায় জাতীয় সড়কের বিস্তৃতি প্রায় ৯২৩ কিমি। আরো চারটি অতিরিক্ত জাতীয় সড়কের জন্য প্রায় ২২৯ কিমি ধরা হয়েছে। ৯২৩ কিমি জাতীয় সড়কের মধ্যে ৫০৯ কিমি ইতিমধ্যে ডাবল লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমস্ত জেলা সদর, মহকুমা সদর এবং সংযোগহীন জনবসতি এলাকাগুলি ডাবল-লেন জাতীয় সড়কের সাথে সংযুক্ত থাকবে। আগরতলা শহর এলাকার জন্য ভারতমালা স্কিমের অধীনে প্রায় ৪৪৯ কিমি রিং রোড প্রস্তাবিত রয়েছে। প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনায় আগরতলা বাইপাস খয়েরপুর থেকে আমতলি, পূর্ব বাইপাস লেম্বুছড়া থেকে খয়েরপুর এবং ওয়েস্টার্ন বাইপাস লেম্বুছড়া থেকে আমতলি পর্যন্ত রয়েছে। আগরতলা ও উদয়পুরে আরো ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে রাধানগর থেকে আইজিএম হাসপাতাল পর্যন্ত একটি ফ্লাইওভারও সাতটি বাইপাস রাস্তা করা হবে। কুমারঘাট, ধনপুর, মনু, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া, রানীরবাজার ও জিরানিয়ায় বাইপাস করা হবে।

সেমিনারে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ওপি গোয়েল, ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার চিন্ময় দেবনাথ, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা সহ অন্যান্য প্রকৌশলীগণ।

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু এবং বিদ্যুৎ পরিবহন লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মন।

গুয়াহাটির সভায় মন্ত্রী রতন লাল নাথ ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতের বিপুল সাফল্য ও ভবিষ্যতের রূপরেখা অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শুধু প্রকল্প নয়, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে আমরা আধুনিকীকরণ এবং স্থায়িত্বের দিকে এগোচ্ছি।

তিনি জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ২৬ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। ৪৫,০০০ সৌর রাস্তার আলো, ৪৯০০ সৌর পাম্প, ২১৫টি সৌর মাইক্রোগ্রিড স্থাপিত হয়েছে। ৩ মেগাওয়াট ছাদ সৌর প্যানেল এবং ২ মেগাওয়াট অফ-গ্রিড সৌর ইউনিট চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিদ্যুৎ যোজনা' প্রকল্পকে "ঐতিহাসিক" বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, মডেল সৌর গ্রাম তৈরি এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে গ্রামের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব এসেছে।

মন্ত্রী নাথ আরও জানান, ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এনএইচপিসি-র পাম্পড পাওয়ার স্টোরেজ প্রকল্প ত্রিপুরায় বাস্তবায়নের পথে। এতে দিনে উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করে রাতে ব্যবহারের জন্য তৈরি রাখা যাবেযা দেশের নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। 'এক সূর্য, এক পৃথিবী, এক গ্রিড' প্রকল্পের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ রপ্তানির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিদ্যুৎ আদান-প্রদানের লক্ষ্যে আন্তঃ রাজ্য গ্রিডকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে ২,২৭৫ কোটি টাকার চুক্তির উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, রুখিয়া ও গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ। স্মার্ট মিটারিং। ভূগর্ভস্থ তার সংযোগ। আধুনিক ট্রান্সফরমার পরীক্ষাগার নির্মাণ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গে রয়েছে আরএমইউ, সার্জ অ্যারেস্টর, ড্রোন নজরদারি এবং লাইভ লাইনে রক্ষণাবেক্ষণ। এছাড়াও আগরতলা শহরজুড়ে ওভারহেড তারের বিকল্প হিসেবে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার এসএলডিসি-কে আইএসও/আইইসি ২৭০০১:২০১৩ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে, যা বিদ্যুৎ সেক্টরে সাইবার নিরাপত্তায় নতুন মাইলফলক।

গুয়াহাটির সভায় রতন লাল নাথের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন অন্যান্য রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীরাও। তাঁর উপস্থাপনা ছিল তথ্যনিষ্ঠ, বাস্তবভিত্তিক এবং সমস্যা ও সমাধানের নিখুঁত বিশ্লেষণভিত্তিক। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এখন এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে আমরা কেবল নিজের চাহিদা পূরণ করছি না, বরং রপ্তানির প্রস্তুতিও নিচ্ছি। বিদ্যুৎ খাতের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। গুয়াহাটির শক্তি বৈঠকে রতন লাল নাথ যে ধরনের নেতৃত্ব ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা উত্তর-পূর্বের রাজনীতি ও প্রশাসনে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে জনগণের প্রতিনিধি, তাঁর পরিকল্পনা হয়ে উঠেছে একটি রাজ্যের ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর। ত্রিপুরা আজ আর বিদ্যুৎ ঘাটতির রাজ্য নয়। বরং নবায়নযোগ্য শক্তিতে আত্মনির্ভর এবং ভবিষ্যত-প্রস্তুত রাজ্য হিসেবেই ত্রিপুরা জাতীয় মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করছে। আর এই রূপান্তরের কান্ডারি নিঃসন্দেহে রতন লাল নাথ। গুয়াহাটির সভার দিনটি তাই শুধু বিদ্যুৎ খাতের জন্য নয়, ত্রিপুরার জন্য ইতিহাস হয়ে থাকল।

শুক্রবার এসএফআইয়ের উদ্যোগে শিক্ষা ভবন চলো অভিযান নামক এক র্যালির আয়োজন করা হয়।

দিল্লির ৫টি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি; পুলিশি তল্লাশি শুরু

নয়াদিল্লি, ১৮জুলাই: শুক্রবার দিল্লির দ্বারকার বেশ কয়েকটি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি ইমেল এসেছে, যা রাজধানীতে আবারও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন ততরতায় তদন্ত শুরু করেছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, বোমা হামলার হুমকি শুধুমাত্র একটি ইমেল থেকে এসেছে এবং শহরের পাঁচটি স্কুলকে সেটি কপি করা হয়েছিল। যে স্কুলগুলো হুমকি পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্বারকার সেক্টর ১৯-এর কাছে সেন্ট থমাস স্কুল, দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এজ (সেক্টর ১৮এ, দ্বারকা), সেন্ট্রাল অ্যাকাডেমি স্কুল (সেক্টর ১০, দ্বারকা), জি.ডি. গোয়েঙ্কা স্কুল (সেক্টর ১৭, দ্বারকা) এবং মডার্ন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (সেক্টর ১৯, দ্বারকা)।
বোমা হামলার হুমকিতে স্কুল প্রশাসন, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত মানুষ ও কর্মীদের স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং কিছু স্কুল শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনলাইন মোডে ক্লাস নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
দিল্লি পুলিশ বোমা হামলার হুমকির প্রাপ্ত স্কুলগুলোতে অবিলম্বে তল্লাশি শুরু করে এবং প্রোটোকল অনুযায়ী ডগ স্কোয়াড, বোমা স্কোয়াড এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্টের দলগুলোকে কাজে লাগানো হয়।
তবে, কয়েক ঘন্টা তল্লাশির পর, পুলিশ ঘোষণা করেছে যে, কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবিলম্বে শুরু করা ব্যাপক অভিযানে কোনও স্কুলেই সন্দেহজনক বা হুমকিযুক্ত বস্তু পাওয়া যায়নি।
পুলিশ হুমকি ইমেলের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং বোমা হামলার হুমকি পাঠানো দুষ্কৃতীর পরিচয়ও নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে। পুলিশ সতর্ক রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
এই প্রথম নয় যে দিল্লির স্কুলগুলোতে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি এসেছে এবং এটি যেন ক্লাস ব্যাহত করা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নাগরিক সংস্থাগুলোর সময় নষ্ট করার একটি প্রবণতা হয়ে উঠেছে। এর আগে, গত ১৬ই জুলাই দক্ষিণ দিল্লির বসন্ত ভ্যালি স্কুল এবং দ্বারকার সেন্ট থমাস স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে একটি ইমেল এসেছিল।
এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী তাঁর অফিসিয়াল "এক্স" হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, 'আজ ২০টিরও বেশি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি এসেছে! কল্পনা করুন, শিশুরা, অভিভাবকরা এবং শিক্ষকরা কী ধরনের মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি দিল্লির ৪টি শাসন যন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তবুও আমাদের শিশুদের কোনও সুরক্ষা বা নিরাপত্তা দিতে পারছে না! এটা অত্যন্ত হতাশাজনক!'

সৌম্যশ্রীর মৃত্যু: তদন্ত কমিটি আজ আইসিসি সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে

ভুবনেশ্বর, ১৮ জুলাই: উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে গঠন করা উচ্চ-স্তরের তদন্ত কমিটি আজ ফরমোস কলেজ, বালাসোরে সৌম্যশ্রী বিসির মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করবে। এই তদন্ত কমিটি দুই দিনব্যাপী কলেজ ক্যাম্পাসে তদন্ত করবে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই কমিটির সদস্যরা আজ সৌম্যশ্রী বিসির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টিগ্রেটেড বি.এড. বিভাগের প্রধান (এইচওডি)-এর বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তকারী অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির (আইসিসি) সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।কলেজের কর্মরত অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার তারা এই বিষয়ে একটি নোটিশ পেয়েছেন। সেই নোটিশে উল্লেখ রয়েছে যে, আইসিসির সমস্ত সদস্যদের আজ তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে হবে।তদন্ত কমিটি সদস্যদের বিরুদ্ধে সৌম্যশ্রী বিসির অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইসিসির ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিতভাবে তদন্ত করবে।এটি জানা গেছে যে, ১ জুলাই সৌম্যশ্রী একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর আইসিসি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে মোট ছয় সদস্য রয়েছেন: মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জয়শ্রী মিশ্রা, পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মৌসুমি দাস, ইংরেজি বিভাগের সহকারী

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিআইটিইউ নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভের শামিল ত্রিপুরা মজদুর মনিটরিং সেল পশ্চিম জেলা কমিটি

আগরতলা, ১৮ জুলাই: সিআইটিইউ নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত ভগবান হনুমানকে নিয়ে যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তারই প্রতিবাদে ত্রিপুরা মজদুর মনিটরিং সেলের পশ্চিম জেলার সকল শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ রেলির আয়োজন করা হয়। সিআইটিইউ নেতা শংকর প্রসাদ দত্তের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানী রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।
মজদুর মনিটরিং সেলের জনৈক নেতৃত্ব বলেন, শংকর প্রসাদ দত্ত ভগবান হনুমানকে নিয়ে যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তারই প্রতিবাদে এদিন সরূপ হয়েছে মজলুর মনিটরিং সেল এর পশ্চিম জেলার সকল শাখা সংগঠন। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে অবিলম্বে শংকর প্রসাদ দত্তের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পশ্চিম থানা দারস্থ্য হয়েছেন তারা। এ দিনের বিক্ষোভ মিছিল থেকে দাবি জানানো হয় অবিলম্বে শংকর প্রসাদ দত্তকে গ্রেফতার করতে হবে নতুবা প্রকাশ্যে এসে এই কুরুচিকর মন্তব্য করার জন্য শংকর প্রসাদ দত্তকে ক্ষমা চাইতে হবে।

ছত্তিশগড়: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের ভিলাইয়ের বাসভবনে ইডির ফের তল্লাশি

রায়পুর, ১৮ জুলাই : ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের ভিলাইয়ের বাসভবনে শুক্রবার সকালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ফের তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। এর মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত তাদের তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে।
সকাল ৬টা নাগাদ, প্রায় ১২ জন ইডি কর্মকর্তার একটি দল, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স এর একটি বিশাল দল নিয়ে দুর্গের বাঘেলের বাসভবনে পৌঁছায়। গত ছয় মাসে এই নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে এটি দ্বিতীয় এমন অভিযান।
ইডি-র এই পদক্ষেপটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর অধীনে একটি অর্থ পাচারের তদন্তের সাথে যুক্ত বলে জানা গেছে। এই তদন্তে বাঘেলের ছেলে, চৈতন্য বাঘেলকে কেন্দ্র করে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।
সংস্থা দাবি করেছে যে, তাদের কাছে চৈতন্যের বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ এসেছে, যিনি কথিত মদ সিন্ডিকেট থেকে অবৈধ অর্থ গ্রহণ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই সিন্ডিকেট রাজ্যের কোষাগারের ২,১০০ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির কারণ হয়েছে বলে অভিযোগ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এই অভিযানটি চৈতন্যের জন্মদিন এবং রাজ্য বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের শেষ দিনের সাথে মিলে যায়, যা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।
যেকোনো ধরনের উত্তেজনা প্রতিরোধে জেলা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং একাধিক স্থান থেকে বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও ইডি এখনও অভিযানের বিশদ বিবরণ দিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেনি, তবে ছত্তিশগড়ের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর প্রভাব ইতিমধ্যেই অনুভূত হচ্ছে।
এই ঘটনাটি রাজ্যের বিরোধী নেতা এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে তুলে ধরেছে, যা আইন প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে সংযোগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
ভিলাইয়ে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ইডি এবং সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন। বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে ব্যারিকেডের উপর চড়ে 'ইডি ফিরে যাও' স্লোগান দিচ্ছে।
গত মার্চ মাসে বাঘেলের বাসভবনে ইডির অভিযানের সময়ও ব্যাপক অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, যার মধ্যে পাথর ছোড়ার খবরও ছিল।
অনুরূপ বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায়, দুর্গ জেলার সমস্ত থানা থেকে পুলিশ বাহিনী তলব করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
এদিকে, ভূপেশ বাঘেল চলমান রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে রওনা হয়েছেন।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা হাতাহাতি কাণ্ডে দুই গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: মহারাষ্ট্র বিধানসভা কমপ্লেক্স "বিধান ভবন"-এর প্রাঙ্গণে সংঘর্ষের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শুক্রবার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
মুম্বাই মেরিন ড্রাইভ থানা নিতিন দেশমুখ এবং ঋষিকেশ টাকলে নামের দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। কর্মকর্তারা আরও জানান, আজই পরে তাদের স্থানীয় আদালতে হাজির করা হবে। তারা দু"জনেই দুটি দলের বিধায়কদের সমর্থক বলে জানা গেছে — দেশমুখ এনসিপি(এসপি) এর সমর্থক, এবং টাকলে বিজেপির সমর্থক।
বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার প্রাঙ্গণে বিজেপি বিধায়ক গোপীচাঁদ পডলকার এবং এনসিপি(এসপি) বিধায়ক জিতেন্দ্র আওহাদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।
মহারাষ্ট্র বিধানসভার উভয় কক্ষে যখন কার্যক্রম চলছিল, তখন বিধান ভবনের লবিতে সমর্থকরা মারামারিতে লিপ্ত হয়।
আওহাদ, আরেক এনসিপি(এসপি) বিধায়ক রোহিত পাওয়ার এবং বিজেপি সদস্য সঞ্জয় উপাধ্যায় বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেন। তারা ঘটনার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিধান ভবনের প্রাঙ্গণে বিধায়কদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ জানান।
বুধবার বিধান ভবনের বাইরে পডলকার এবং আওহাদের মধ্যে বচসার একদিন পর এই হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। আওহাদ বিধানসভায় তাকে পাওয়া হুমকির কথা জানান এবং দাবি করেন যে, বিজেপি কর্মীরা তাকে লক্ষ্য করে এসেছিল।
এনসিপি(এসপি) বিধায়ক বলেছেন, 'তারা আমাকে লক্ষ্য করে এখানে এসেছিল। কিন্তু আমি বিধানসভায় আমার বক্তৃতার পর হাউসের বাইরে চলে যাওয়ায়, তারা আমার দলের কর্মীদের খুঁজে পায় এবং তাদের মারধর করে।'
আওহাদ অভিযোগ করেন, 'যদি আপনারা গুন্ডাদের বিধানসভায় প্রবেশের অনুমতি দেন, তাহলে আমাদের লোকেরা নিরাপদ নয়। আমি এই বিষয়ে এক্স-এ পোস্ট করেছি। আমাকে অশ্লীল সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। হাউসে কথা বলার পর, যখন আমি একটু তাজা বাতাসের জন্য বাইরে এসেছিলাম, তখন সরাসরি আমার উপর হামলা হয়েছিল। সেই গুন্ডারা আমাকে হত্যা করতে এসেছিল।'
বিধানসভার অধ্যক্ষ রাহুল নার্ভেকর ঘটনার বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেব। বিধান ভবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। এটি করা হবে। বিধায়কদের তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়।'
নার্ভেকর নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি প্রতিটি বিধায়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং তাকে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস এই ঘটনার নিন্দা করেছেন।

অরুণাচলের জলবিদ্যুৎ সংস্থার বড় সাফল্য, কার্বন ক্রেডিট পেল জেমিথাং প্রকল্প

ইটানগর, ১৮ জুলাই : অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার জেমিথাং-এ স্থাপিত ৩ মেগাওয়াটের ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য হাইড্রো পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অফ অরুণাচল প্রদেশ লিমিটেড (এইচপিডিসিএপিএল) কার্বন ক্রেডিট অর্জন করেছে। এটি ভারতের সবুজ শক্তি ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সরকারি এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইউনিভার্সাল কার্বন রেজিস্ট্রি (ইউসিআর) ও প্রকল্প সহযোগী সংস্থা ক্রেডুক টেকনোলজিস প্রাইভেট

শিক্ষার মান উন্নয়নে পাঁচ দফা দাবিতে সরব এআইডিএসও

আগরতলা, ১৮ জুলাই: এআইডিএসও — র উদ্যোগে শিক্ষার মান উন্নয়নে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে শুক্রবার রাজধানীর বটতলা এলাকায় এক বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মূলত রাজ্য শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এআইডিএসও — এর রাজ্য সভাপতি রামপ্রসাদ আচার্য বলেন, মূলত শিক্ষার উন্নয়নে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে শিক্ষা ভবনে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার নিকট পাঁচ দফা দাবি সনদ তুলে দেওয়া হবে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়াও সর্বস্তরের শিক্ষার ফি মুকুব করার দাবি জানানো হয়েছে।

শিক্ষার পরিবেশ নিরাপদ ও ইতিবাচক রাখতে হবে, ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ১৮ জুলাই: বিগত কিছুদিন পূর্বে ধলাই জেলার নালকাটা এলাকার ৮২ মাইলস প্রোপার এসটি বয়েস হোস্টেলে দশম শ্রেণীর ছাত্র জেকিম মারাক-এর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রের আত্মহত্যার সঠিক কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য শুক্রবার হোস্টেলটি পরিদর্শনে যান রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তার সঙ্গে ছিলেন এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসাররা।
মন্ত্রী হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জেকিমের মৃত্যুর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা জানতে খোঁজখবর নেন। তিনি ছাত্রের অকালমৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, "এই ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, তার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরও সচেতন হতে হবে। ছাত্ররা যেন কোনওরকম নেশাগ্রস্ততার শিকার না হয়, সেদিকে সবাইকে নজর দিতে হবে।"
এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ৮২ মাইলস প্রোপার এসটি গার্লস হোস্টেল এবং ৮২ মাইলস রেসিডেন্টিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হোস্টেলও পরিদর্শন করেন। তিনি হোস্টেলগুলির বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখেন এবং সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারদের নির্দেশ দেন।
মন্ত্রী জানান, "শিক্ষার পরিবেশ নিরাপদ ও ইতিবাচক রাখতে হবে। ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।"
এই পরিদর্শন হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। সকলে আশা করছেন, ভবিষ্যতে যেন এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে।

অবৈধ প্রায় ২০০ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পরিবারের বসবাস সিপাহিজলা জেলায়, করছে গাঁজা চাষও , অভিযোগ তিপ্রা মথার এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মার

আগরতলা, ১৮ জুলাই: প্রায় ২০০ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পরিবারের বসবাস সিপাহিজলা জেলায়। গুরুতর অভিযোগ করলেন তিপ্রা মথার এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে জেলার পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন দিলেন তিনি।
প্রায় ১৫০ — ২০০ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পরিবারের বসবাস রয়েছে সিপাহিজলা জেলায়। তারা গাঁজা চাষের সাথেও যুক্ত। গুরুতর এই অভিযোগ করলেন তিপ্রা মথার এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা। সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মার নিকট এই বিষয়ে একটি ডেপুটেশন পেশ করেছেন উমাশঙ্কর দেববর্মা।
এই বিষয়ে তিনি জানান, অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ বাংলাদেশি নাগরিক। বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমার পাঁচটি থানার অন্তর্গত ৮টি ভিলেজ কমিটি এলাকায় তারা বসবাস করছে অবৈধভাবে। সঙ্গে গাঁজা চাষের সাথেও যুক্ত রয়েছে তারা। তাদেরকে অতি দ্রুত চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবিতে সিপাহীজলা পুলিশ সুপারের কাছে শুক্রবার দুপুরে এক ডেপুটেশন দেন এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা।
এদিনের এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ টিটিএডিসি সাব জোনাল চেয়ারম্যান সঞ্জীত দেববর্মা, পান্ডব দেববর্মা, বাবলু দেববর্মা এবং বিমল দেববর্মা। তারা সিপাহীজলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা কাছে দাবী করেছেন অতি দ্রুত যাতে প্রশাসনিক অভিযান শুরু হয় এই এলাকায়। রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় প্রায় তিন হাজার কানি জায়গা জুড়ে এই সমস্ত বাংলাদেশিরা বসবাস করছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তারা।

টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৮ জুলাই: গকুলনগরস্থিত টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। উপস্থিত ছিলেন কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
এদিন ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে আধিকারিক ও জওয়ানরা মিলে মোট দেড় শতাধিক ফলের গাছ রোপন করেন। এতে ভবিষ্যতে ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের পাশাপাশি জঙ্গলে বসবাস করা পশু পাখিও ফল আহরণ করতে পারবে বলে আশা ব্যক্ত করেন কমান্ডেন্ট শ্রী চক্রবর্তী। তাছাড়া সবুজায়নের লক্ষ্যে ব্যাটেলিয়ান বরাবরই এ ধরনের কর্মসূচি করে থাকে বলে জানান তিনি।
কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তী আরো বলেন, বর্তমান মৌসুম গাছ লাগানোর জন্য উপযুক্ত। তাই দফায় দফায় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছেন তারা। গাছ লাগানোর পাশাপাশি এই গাছগুলিকে আগামী দিনে পরিচর্যা করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কৃষি জমিতে নেমে ধানের চারা রোপণ করলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: ধানের জমিতে নেমে ধানের চারা রোপণ করলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাতে দারুণভাবে উৎসাহিত হন কৃষকরা। কৃষকদের সাথে জমিতে নেমে উচ্চফলনশীল নতুন ধানের চারা রোপন করে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। শুক্রবার দুপুরে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা দাসপাড়া সংলগ্ন আরজিপি মাঠে জৈব সজ্জিত আমন ধানে কমিউনিটি রোপন এর মাধ্যমে এলাকার কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করে কৃষি দপ্তর। এই কর্মসূচিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডেপুটি ডাইরেক্টর অফিসের এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর শঙ্কর বিশ্বাস, ডুকলি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর দেবব্রত পাল, স্থানীয় সেক্টর অফিসার ডক্টর মন্দাক্রান্তা চক্রবর্তী, কৃষি বিভাগের ডুকলি মহকুমার এসিস্ট্যান্ট সিড সার্টিফিকেশন অফিসার ওয়াসিম আকরাম শেখ, কাঞ্চন মালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা সহ আরো অনেকেই। এদিন কৃষি বিভাগের আধিকারিকরা কৃষকের জমিতে ভিএআরসিআর ধান - ৩১১ জাতের নতুন উচ্চ ফলনশীল ধানের চারা রোপন করেন। কৃষি বিভাগের আধিকারিকরা আশাবাদী এলাকার কৃষকরা যদি এই উচ্চ ফলনশীল ধান গাছের সঠিক পরিচর্যা করেন তাহলে অধিক মাত্রায় ফসল ঘরে তুলতে পারবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার এসসি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির প্রতিনিধি দলের সোনামুড়া সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: ত্রিপুরা বিধানসভার তপশিলিজাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির এক প্রতিনিধি দল আজ সোনামুড়া মহকুমা পরিদর্শন করেন। বিধায়ক রঞ্জিত দাসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার, বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার এবং বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন।
প্রতিনিধি দলটি আজ প্রথমে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মতিনগর মার্কেটের নির্মাণ কাজ, বক্সনগর মার্কেটের নির্মাণ কাজ, বক্সনগর মোটর স্ট্যান্ডের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এরপর তারা দাউধারানিতে সিদ্দিকি ফাজিল মাদ্রাসা, বড়নারায়ণে ইসলামিয়া আলিম হাই মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধি দল সোনামুড়া টাউন মার্কেটের নির্মাণ কাজ, সোনামুড়া এনসিআই"র বয়েজ হোস্টেল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলটি সোনামুড়া মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিক এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বিধায়ক রঞ্জিত দাস সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিভিন্ন প্রকল্পে পরিদর্শনের বিষয়ে তাদের মতামত তারা রাজ্য সরকারের কাছে জানাবেন।

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: উদয়পুরের ব্রহ্মাবাড়িতে নবনির্মিত গোমতী জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের নতুন পাকাবাড়ির আজ উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ভেটেরিনারি হাসপাতালের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে প্রাণীপালক, মৎস্যজীবী, কৃষকদের আয় বেড়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তিনি বলেন, অন্তিম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত যোগ্য পরিবারগুলিকে সরকারি প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে। তাতে জনগণের হয়রানি কমেছে। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এসেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের নতুন পাকাবাড়ি নির্মাণের ফলে প্রাণীপালকদের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে। তিনি বলেন, পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য টিকাকরণ কর্মসূচি এবং চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সাব সেন্টার, ডিসপেনসারি ও জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হয়। তাছাড়া মোবাইল ভ্যান পরিষেবাও রয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ১৩টি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে জরুরী পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাণীপালককে আর্থিক সহায়তা করার জন্যও দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. এন কে চঞ্চল, সমাজসেবী সবিতা নাগ প্রমুখ। গোমতী জেলার ভেটেরিনারি হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা।

বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় রোগী কল্যান সমিতির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ জুলাই: আজ বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় রোগী কল্যান সমিতির এক সভা। সভায় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। হাসপাতালে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে কিছু কর্মসূচির কথা আলোচিত হয়ে। হাসপাতালের সামনের দিকে সোলার উঁচু লাইট লাগানোর প্রস্তাব দেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক।
যাতে সামনের দিকটা রাতে সব সময় আলোকিত থাকে। জন ঔষধি সেন্টারটি নিয়ে ও আলোচিত হয়, অনেক ঔষধ ই থাকেনা। চিঠি দিয়ে তাদের ঔষধ সরবরাহ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সভা। বিধায়ক দীপংকর সেন ডিজিটাল ডেন্টাল চেয়ার,ওপিজি ডেন্টাল এক্স রে স্থাপন, অক্সিজেন প্ল্যান্ট টি রোগীদের স্বার্থে দ্রুত চালু করা, অন্তত রোগীদের রুম গুলিতে জেনারেটরে পাখা চালানোর ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় ডাক্তার প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরেন। থাইরয়েড টেস্ট হাসপাতালে চালু করতে এনালাইজার এর জন্য দপ্তর কে চিঠি দিতে ও বিধায়ক সভায় আলোচনা করেন।মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় সমুহ সঠিক ও পদ্ধতি গত ভাবে মেইনটেইন করতে বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ,এছাড়া ছিলেন পুরপরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি সহ হাসপাতালের ডাক্তারগণ।

বর্তমান সময়ে নারী স্বশক্তিকরণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে: সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৮ জুলাই: আসন্ন শারদ উৎসবকে সামনে রেখে রাজধানীর বনেদি ক্লাব লালবাহাদুর বিয়ামাগারের খুঁটিপূজা অনুষ্ঠিত হয় আজ। পাশাপাশি ক্লাবের এবারের পুজোর ভাবনা উন্মোচন করা হয়। 'বসতি' — এই ভাবনাতেই এবারে সেজে উঠতে চলছে রাজধানীর লালবাহাদুর বিয়ামাগারের পূজো।পুজোর এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার সহ অন্যান্য ক্লাবের সদস্যরা।এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য নারী স্বশক্তিকরণের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজে নারীদের অবস্থান সবসময় পূজনীয়। বর্তমান সময়ে গোটা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নারীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপুর্ণ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, উত্তর — পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে নারীদের অগ্রাধিকারের উদাহরণ মেলে। ত্রিপুরাতেও বিগতদিনে নারীদের দমিয়ে রাখা হতো। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারীদের স্বশক্তিকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

চুরি যাওয়া তিনটি বাইক উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিলো পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ

আগরতলা, ১৮ জুলাই: বিভিন্ন সময়ে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি হওয়া মোট তিনটি বাইক উদ্ধার করে আজ প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।
পূর্ব আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, বিভিন্ন সময়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনটি বাইক চুরি হয়েছিল। গত জুন মাসে এই চুরির মামলাগুলি গৃহীত হয়।

নীলজ্যোতি রাখাল শীল্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আজ কল্যাণ সমিতি-ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্যের হাতছানি কল্যাণ সমিতির সামনে। দুর্দান্ত সুযোগ ঐতিহ্যবাহী রাখাল মেমোরিয়াল শীল্ড ঘরে তোলার। যদিও সেমিফাইনাল ম্যাচ। তবে নকআউট পর্যায়ের। গোল ব্যবধান মুখ্য বিষয় নয়। একমাত্র গোলে জয়ী হতে পারলেই ফাইনালে অর্থাৎ খেতাবি লড়াইয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে যাবে। প্রতিপক্ষ যদিও শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব। ইতোমধ্যে কল্যাণ সমিতি দলীয় শক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ, শুক্রবার বিরতি পেয়ে নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি কোচ শেষ সময়ের কিছু টিপস দিয়েছেন। নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট শীল্ড ফুটবলের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে একমাত্র গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এদিকে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ৬-০ গোলের বড় ব্যবধানে টাউন ক্লাব কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার দাপট দেখে ব্লাড মাউথকে একধাপ এগিয়ে রাখলেও কল্যাণ সমিতি কালো ঘোড়ার ভূমিকায় মাঠে চমকপ্রদ অঘটন ঘটাতে চাইছে। যদিও তারুণ্য ও দক্ষতার মিশেলে দু'দলের টিম পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াকু মনোভাবে ভালো খেলা উপহার দেবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষা করছেন দারুণ একটি ম্যাচ উপভোগ করার জন্য। মাঠে কোনদল কেমন খেলে তাই এখন দেখার বিষয়।

পেসারদের সমস্যা নিয়ে সরব শুভমান

পিচ বা আবহাওয়া নয়, ইংল্যান্ডে সমস্যা বাড়াচ্ছে ডিউক বল। এমনটাই জানালেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। এজবাস্টনে জেতার পর তিনি বলেন, বড্ড তাড়াতাড়ি বলের আকৃতি পালটে যাচ্ছে। ফলে বল করতে সমস্যায় পড়ছেন বোলাররা। তবে কঠিন পরিস্থিতিতেও পেসাররা যেভাবে বল করেছেন তাতে মুগ্ধ অধিনায়ক।

ম্যাচের পর শুভমান জানিয়ে দিলেন, দলের দুই ফাস্ট বোলার যখন ১৭টি উইকেট নেন, তখন অধিনায়কের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে উৎফুল্ল ভারত অধিনায়ক বললেন, "যখন আপনার দুই পেসার সতেরোটি উইকেট নেয়, তখন অধিনায়কের কাজটা অনেক সহজ হয়। জশপ্রীত বুমরাহ ছিল না। কিন্তু আমাদের দলের বোলাররা দেখিয়ে দিয়েছি, প্রতিপক্ষের কুড়িটি উইকেট তুলতে সক্ষম।" প্রথম টেস্টে হারের পরও যেভাবে ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেস্টে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার জন্য বোলিং এবং ফিল্ডিংকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারত অধিনায়ক। তিনি বলেন, "অতীতে আমরা যখনই সিরিজের প্রথম ম্যাচে হেরেছি, তারপরই দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। তাই আমরা জানতাম কীভাবে ফিরে আসতে হয়। জানতাম, আমরা যদি সাড়ে চারশোর মতো রান করতে পারি, তা হলে আমাদের বোলাররা ম্যাচে ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। আগের ম্যাচের পর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, বোলিং এবং ফিল্ডিং। যেভাবে আমরা এই ম্যাচে আমরা ফিরে এসেছি, তা সত্যিই অসাধারণ।" শুভমান বলছিলেন, "আমাদের বোলাররা দুর্দান্ত বোলিং করেছে। ওদের টপ অর্ডারকে দ্রুত ফেরাতে সক্ষম হয়েছি। শুধু সিরাজ বা আকাশ দীপ নয়, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণও চমৎকার বোলিং করেছে। তবে আকাশ দুর্দান্ত। সঠিক লেংথে বোলিং করেছে ও। তার উপর দুই দিকে বল মুভ করিয়েছে। এই ধরনের পিচে এরকম বল করাটা সহজ নয়। ও সত্যিই অসাধারণ।" তবে ইংল্যান্ডে ডিউক বল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে বলেই তাঁর মত। ম্যাচের পর ভারত অধিনায়ক বলেন, "বড্ড তাড়াতাড়ি বল নরম হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। গিলের মতে, খেলার সমস্ত বিষয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

পর পর দু'ওভারে দুই হ্যাটট্রিক ! ক্রিকেটে নতুন নজির ৩৭ বছরের ভারতীয় বংশোদ্ভুত স্পিনারের

ক্রিকেটের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, তাই করে দেখালেন কিশোর কুমার সাধক। ৩৭ বছরের স্পিনার একই ইনিংসে পর পর দু'ওভারে হ্যাটট্রিক করলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার এই কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের ষষ্ঠ ডিভিশনের ম্যাচে। ইপসউইচ অ্যান্ড কোলচেস্টার ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে কেসগ্রেভের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন। এই ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন কিশোর। দু'বার হ্যাটট্রিক করে ৬ উইকেট নিয়েছেন। নিজের পর পর দু'ওভারে হ্যাটট্রিক করে প্রতিপক্ষের ইনিংসে ধস নামিয়ে দেন। ম্যাচে ২১ রানে ৬ উইকেট তাঁর। কিশোরের বলে আউট হওয়া ছয় ব্যাটারের মধ্যে পাঁচ জনই বোল্ড হয়েছেন। এক জন ক্যাচ আউট হয়েছেন। পাঁচ জন আউট হয়েছেন শূন্য রানে। নজির গড়ে উচ্ছ্বসিত কিশোর বলেছেন, "ষষ্ঠ ব্যাটারকে বোল্ড করার সময় যেন আকাশে উড়ছিলাম। এটা অবিশ্বাস্য। খেলা শেষ হওয়ার পর প্রচুর ফোন পেয়েছি। দলের সকলে খেতে গিয়েছিলাম। খুব মজা করেছি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা রেস্তরাঁয় ছিলাম আমরা। দারুণ দারুণ সব মুহূর্ত কাটাচ্ছি।" তিনি আরও বলেছেন, "এই পারফরম্যান্সটা ভীষণ উপভোগ করছি। তবে বহু ক্রিকেটারের অসাধারণ পারফরম্যান্স রয়েছে। তাই নিজেকে বিশেষ কেউ বা আলাদা ভাবতে পারছি না।' এক ম্যাচে জোড়া হ্যাটট্রিক ক্রিকেটে বিরল। এর আগে এমন নজির রয়েছে দু'টি। ২০১৭ সালে শেফিল্ড শিল্ডে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে খেলতে নেমে জোড়া হ্যাটট্রিক করেছিলেন মিচেল স্টার্ক। প্রথম ঘটনাটি ১১৩ বছর আগের। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার জিমি ম্যাথিউস দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এই দুই ক্ষেত্রেই ম্যাচের দু'টি ইনিংসে একটি করে হ্যাটট্রিক করেছিলেন স্টার্ক এবং ম্যাথিউস। ফলে কিশোর তাঁদের কীর্তি ছোঁয়ার পাশাপাশি একটি নতুন নজিরও গড়েছেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসাবে এক ম্যাচের একই ইনিংসে জোড়া হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি।

অঘটনের উইম্বলডনে সবচেয়ে বড় অঘটন ! সেমিফাইনালে বিদায় বিশ্বের এক নম্বর সাবালেঙ্কার, চমক আনিসিমোভার

এ বারের উইম্বলডনের সবচেয়ে বড় অঘটন। সেমিফাইনালে হেরে গেলেন মহিলাদের শীর্ষ বাছাই এরিনা সাবালেঙ্কা। আমেরিকার অ্যামান্ডা আনিসিমোভা জিতলেন ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪ ব্যবধানে। এই প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে যে দাপটে খেলেছিলেন, সেমিফাইনালে তা দেখা গেল না সাবালেঙ্কার খেলায়। আনিসিমোভার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই খানিকটা অগোছাল দেখাল তাঁকে। নিখুঁত টেনিস খেলেননি আমেরিকার খেলোয়াড়ও। তবু তিনি জিতলেন সাবালেঙ্কার একের পর এক 'আনফোর্সড এরর' কাজে লাগিয়ে। ২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটের ম্যাচে কখনই মনে হয়নি সাবালঙ্কা ম্যাচ বের করে নিতে পারবেন। প্রতিটি পয়েন্টের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। আনিসিমোভার পাওয়ার টেনিসের ফাঁদে পা দিয়েছেন। খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। কাজে লাগাতে পারেননি বেশ কিছু ব্রেক পয়েন্টও। প্রথম সেট ৪-৬ ব্যবধানে হারার পর লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেন শীর্ষ বাছাই। তাঁর মরিয়া টেনিসের সামনে সে সময় খানিকটা চাপে পড়ে যান আনিসিমোভা।

কিন্তু তৃতীয় সেটে সাবালেঙ্কাকে প্রায় দাঁড়াতেই দিলেন না তিনি। এক সময় ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ দিকে মরিয়া চেষ্টা করেন সাবালেঙ্কা। কিন্তু লাভ হয়নি।

২০১৯ সালে ফরাসি ওপেনে ওঠা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই আনিসিমোভার। ফ্লরিডার বাসিন্দা ২৩ বছরের তরুণী টেনিস জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন এ বারের উইম্বলডনে। ২০১৭ সালে জুনিয়র ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম নজর কেড়েছিলেন। কিন্তু সিনিয়র পর্যায়ে তেমন কিছু করতে পারেননি। এখনও পর্যন্ত তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৩টি সিঙ্গলস ট্রফি। তাঁর কাছে সাবালেঙ্কা হেরে যাবেন, তা সম্ভবত ভাবতে পারেননি বেলারুশের টেনিস তারকার অতি বড় সমালোচকও। অঘটনের উইম্বলডনে সেটাও ঘটে গেল।

লর্ডসে প্রথম ওভারে জোড়া উইকেট ! নীতীশের প্রশংসা করতে গিয়ে মাতৃভাষাই বদলে ফেললেন শুভমন

লর্ডসে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে নজর কেড়েছেন নীতীশ রেড্ডি। যে উইকেটে প্রথম দুই সেশনে ভারতের প্রধান পেসারেরা উইকেট তুলতে পারেননি, সেখানে নিজের প্রথম ওভারেই জোড়া উইকেট তুলেছেন তিনি। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের মাতৃভাষাই বদলে দিয়েছেন অধিনায়ক শুভমন গিল। নিজের প্রথম ওভারে ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলিকে আউট করেন নীতীশ। তার পরেও ভাল বল করছিলেন তিনি। ইনিংসের ১৬তম ওভারে নীতীশের একটা বল এগিয়ে এসে খেলার চেষ্টা করেন জো রুট। কিন্তু বল পিচে পড়ে বাইরের দিকে যায়। ফলে ব্যাটে-বলে হয়নি রুটের। সেই বল দেখে নীতীশের প্রশংসা করেন শুভমন। তবে তা তেলুগু ভাষায়। শুভমন নিজে পঞ্জাবি। নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় মাঠে সাধারণত হিন্দি বলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। শুভমনও তাই করেন। কিন্তু নীতীশকে তিনি বলেন, "বাগুন্ডি রা মাওয়া।" অর্থাৎ, "এই বলটা দারুণ হয়েছে।" স্টাম্প মাইক্রোফোনে শুভমনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। লর্ডসে নিজেদের খেলার ধরন বদলে দিয়েছে ইংল্যান্ড। 'বাজবল' থেকে সরেছে তারা। বদলে টেস্টের ধ্রুপদী ব্যাটিং করতে দেখা যাচ্ছে তাদের। ফলে রান তোলার গতি অনেকটাই কম ইংল্যান্ডের। কিন্তু ঝুঁকি না নেওয়ায় উইকেট তুলতেও সমস্যা হচ্ছে ভারতীয় বোলারদের।

জাতীয় বক্সিং নয়ডাতে সিলেকশন আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় স্তরের প্রতিটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। বক্সিংয়ে রাজ্য দল গঠনের জন্য আগামী ২০ জুলাই, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় এন এস আর সি সির বক্সিং হল-এ সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। অনূর্ধ ১৫ বছর বয়স ভিত্তিক জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডাতে ৬ই আগস্ট থেকে ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত হচ্ছে, জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে রাজ্য টিম গঠন করার জন্য অনূর্ধ ১৫ ওপেন সিলেকশন ট্রায়াল সংগঠিত হবে ন তার জন্য প্লেয়ারদের কোন টিএ এবং ডিএ দেওয়া হবে না, প্রত্যেক প্লেয়ারদের সাথে বিশেষ করে কম্পিটিশনের ড্রেস. হ্যান্ড গ্লাভস, হেড-গার্ড, টিথ-গার্ড অবশ্যই আনতে হবে। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আবার বাদ বাবর-রিজওয়ানেরা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। সলমন আলি আগার নেতৃত্বে ১৫ জনের দলে জায়গা হয়নি তিন সিনিয়র ক্রিকেটারের। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান এবং শাহিন আফ্রিদিকে ছাড়াই দল ঘোষণা করেছেন পাকিস্তানের নির্বাচকেরা।

আগামী জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফরে যাবে পাকিস্তান। ২০, ২২ এবং ২৪ জুলাই তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা তাদের। ১৬ জুলাই ঢাকা পৌঁছোনোর কথা পাকিস্তান দলের। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য এই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন জোরে বোলার হ্যারিস রউফ। আমেরিকায় মেজর লিগ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও দলে নেই অলরাউন্ডার শাদাব খানও। ব্রিটেনে কাঁধের অস্ত্রোপচারের পর এখন মাঠে ফিরতে পারেননি তিনি। আরও কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে শাদাবের ক্রিকেটে ফিরতে। ফলে প্রথম সারির বেশ কয়েক জন ক্রিকেটারকে ছাড়াই দল নির্বাচন করেছেন পাকিস্তানের নির্বাচকেরা।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল: সলমন আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, আহমেদ দানিয়াল, ফখর জামান, হাসান নওয়াজ, হুসাইন তালাত, খুশদিল শাহ, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ আব্বাস, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, মহম্মদ নওয়াজ, সুফিয়ান মুকিম ও সলমন মির্জা।

ফ্লুমিনেন্সেকে হারিয়ে ফাইনালে চেলসি

ক্লাব বিশ্বকাপে থামল ব্রাজিলীয় রূপকথা। আর সেটাও থামল এক ব্রাজিলীয় ফুটবলারের জোড়া গোলে। ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সেকে ২-০ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল চেলসি। ইংল্যান্ডের ক্লাবের হয়ে দু'টি গোলই করেন ফ্লুমিনেন্সের প্রাক্তন ফুটবলার জোয়াও পেদ্রো।

ক্লাব বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের ক্লাব আটকে দিয়েছিল বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে হারিয়েছিল ইন্টার মিলান ও আল-হিলালের মতো শক্তিধর ক্লাবকে। শেষ পর্যন্ত চেলসির কাছে হেরে ফাইনালে ওঠা হল না থিয়াগো সিলভাদের। ম্যাচের ১৭ মিনিটে দূরপাল্লার কার্লারে চেলসিকে এগিয়ে দেন জোয়াও পেদ্রো। যার ক্লাব কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ফ্লুমিনেন্সের জার্সিতেই। মাত্র ৮ দিন আগেই তিনি চেলসিতে যোগ দেন। সেমিফাইনালেই প্রথম চেলসির জার্সিতে নামার সুযোগ পান। আর সেখানেই জোড়া গোলের ম্যাজিক।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব ক্রিকেটে সাফল্যের লক্ষ্যে লড়াকু দল কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কসমোপলিটন ক্লাবও চাইছে লড়াকু দল গড়তে। খেলা অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ক্রীড়া সূচি এখনও ঘোষণার বাকি। তবে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক দিবসীয় এই অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলতি মাসে শুরু হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে অংশগ্রহণকারীর ১৪টি ক্লাব দল তাদের ক্রিকেটারদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ইচ্ছে রয়েছে আগামী সপ্তাহ থেকে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু করার। প্রথম সারির বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়ে ক্লাব প্রথমবারের মতো অনূর্ধ ১৮ টিম গড়তে চলেছে। মাঠে ভালো খেলা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি অবশ্যই সাফল্যের টার্গেট থাকবে খেলোয়ারদের মধ্যে। মাঠের বাইশ গজে খেলোয়াড়রা নিজেদের কতটুকু উজাড় করে দেবে এখন সেটাই দেখার বিষয়। কসমোলিটন ক্লাব দলের নেতৃত্ব তুলে দিচ্ছে দীপঙ্কর ভাটনগর এর হাতে।

ডেপুটির ভূমিকায় রিয়াদ হোসেন। এছাড়া দলে আরও যারা খেলবে মোঃ সোহাগ, উজ্জয়ন বর্মন, সোম্রাংশু পাল, রাহুল বর্মন, সৌভিক চক্রবর্তী, শুভজিৎ সূত্রধর, অঙ্কুর রায় ভৌমিক, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, সায়ন্তন কর, আয়ুষ থাপা, অনুরাগ দাস, মিমান দাস, অঙ্গদ শীল, আনশ ভাটনগর, সুরজিৎ দেববর্মা। দলে কিন্তু ছয় জন জাতীয় ক্রিকেটে খেলেছে এমন খেলোয়ার রয়েছে। এছাড়া, উদয়পুর থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার হিসেবে শুভজিৎ সূত্রধর রয়েছে টিমে। উল্লেখ্য শুভজিৎ আবার প্রথম সারির ক্রিকেটার সম্রাট সূত্রধরের ভাই। কোচের দায়িত্বে রয়েছেন জয় কিশোর দেববর্মা। এছাড়া টিম ম্যানেজার দীপঙ্কর দেববর্মা এবং ট্রেণার হিসেবে তাপস দেবনাথ কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪১ বছর বয়সে মৃত্যু আম্পায়ারের, শোকের ছায়া ক্রিকেট বিশ্বে

৪১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ার বিসমিল্লা জান শিনওয়ারি। ২৫টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং ২১টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন আফগান আম্পায়ার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আন্তর্জাতিক আম্পায়ারদের প্যানেলে ছিলেন শিনওয়ারি।

২০১৭ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালনা করেন শিনওয়ারি। শরীরের মেদ কমানোর জন্য পাকিস্তানে গিয়েছিলেন অস্ত্রোপচার করাতে। জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর শরীরে। তা থেকেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন শিনওয়ারি। ওজন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ। তিনি বলেছেন, "শিনওয়ারি এক জন দক্ষ আম্পায়ার ছিলেন। ক্রিকেটার, সহকর্মী, কর্মকর্তারা সকলে তাঁকে সম্মান করতেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর সামনে আম্পায়ার হিসাবে কাজ করার দীর্ঘ সময় পড়ে ছিল। এই মৃত্যু অত্যন্ত বেদনা এবং হতাশার। তাঁর অভাব অনুভূত হবে। তাঁর শোকাহত পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকল।" শোক প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। শোকবার্তায় তারা লিখেছে, "আফগানিস্তানের প্রথম সারির আম্পায়ারদের অন্যতম ছিলেন শিনওয়ারি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। শিনওয়ারির মৃত্যু আমাদের জন্য বড় ক্ষতি। আফগান ক্রিকেটের মহান সেবক ছিলেন তিনি। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমস্ত আফগান ক্রিকেট সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা এবং গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছে।'

শিনওয়ারি আম্পায়ার হিসাবে শেষ দায়িত্ব পালন করেছেন গত ফেব্রুয়ারিতে। খেলিয়েছেন আগামী এক দিনের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের লিগ ২র ম্যাচ।

ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিনে বৃষ্টি, কখন কতটা সম্ভাবনা ? ৭ উইকেট নেওয়ার সময় পাবে ভারত ?

বৃষ্টির সম্ভাবনা রবিবারের এজবাস্টনে। বিঘ্নিত হতে পারে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা। শুভমন গিলদের জয়ের পথে কতটা বাধা হবে আবহাওয়া? ইংল্যান্ডের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না ভারতীয় শিবিরকে। সতর্কতা হিসাবে শনিবার রাত থেকেই ঢেকে রাখা হয়েছে পিচ। রবিবার এজবাস্টনে বৃষ্টির সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনেও ভারতীয় দল ডিক্লেয়ার করতে কেন দেরি করল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ। ভারতীয় দলের বোলিং কোচ জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপদ জায়গায় থাকতে চেয়েছিলেন। আর আবহাওয়ার গতিবিধি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাই এটা নিয়ে বিশেষ ভাবছেন না। মর্কেলেরা না ভাবলেও বৃষ্টি কিন্তু জল ঢালতে পারে ভারতের জয়ের আশায়। তেমন হলে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে লর্ডসে তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামা হবে না শুভমনদের। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার সকাল থেকেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে এজবাস্টনে। দুপুরের পর থেকে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করবে। সকাল থেকে প্রতি ঘণ্টার বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, সকাল ৬টা বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪৮ শতাংশ। সকাল ৭টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ। সকাল ৮টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৮৯ শতাংশ। অর্থাৎ, পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে পারে। সকাল ৯টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। এর পর খেলা শুরুর সময়, সকাল ১০টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ। সকাল ১১টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪৬ শতাংশ। দুপুর ১২টার সময়ও একই রকম পরিস্থিতি থাকতে পারে। দুপুর ১টার সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪৭ শতাংশ। দুপুর ২টোয় ২০ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ চা পানের বিরতির আগে খেলা শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ভারত কি ইংল্যান্ডকে অল আউট করার সুযোগ বা সময় আদৌ পাবে? আবহবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দুপুর আড়াইটের পর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। দুপুর ৩টের সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা ১৩ শতাংশ। বিকাল ৪টে থেকে আর বৃষ্টি হবে না বলে জানানো হয়েছে। তবে রাত পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস ভারতীয় শিবিরকে যেমন চিন্তায় রেখেছে, তেমনই স্বস্তি দিচ্ছে বেন স্টোকসদের। আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'শিবিরই। সময়ের অভাবে জয় হাতছাড়া হলে, ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। বিবার এজবাস্টনে বৃষ্টির সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনেও ভারতীয় দল ডিক্লেয়ার করতে কেন দেরি করল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ। ভারতীয় দলের বোলিং কোচ জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপদ জায়গায় থাকতে চেয়েছিলেন। আর আবহাওয়ার গতিবিধি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাই এটা নিয়ে বিশেষ ভাবছেন না। মর্কেলেরা না ভাবলেও বৃষ্টি কিন্তু জল ঢালতে পারে ভারতের জয়ের আশায়। তেমন হলে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে লর্ডসে তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামা হবে না শুভমনদের।

বুমরাহের উপর আর ভরসা নয় ! ৬ উইকেট নেওয়া সিরাজকে বলে দিলেন অর্শদীপ

পেস আক্রমণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর কাঁধে ভর করে ১৮০ রানের লিড নিয়েছে ভারত। ভাল বল করার পরে সতীর্থরা মজা করেছেন তাঁকে নিয়ে। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর সিরাজ জানিয়েছিলেন, জসপ্রীত বুমরাহের উপর তাঁর পুরো ভরসা ছিল। তিনি জানতেন, বুমরাহ দেশকে বিশ্বকাপ জেতাবেন। এজবাস্টনে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে মাঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন সিরাজ। ঠিক সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হন অর্শদীপ সিংহ। তিনি এসে জানান, নিজের কথা বদলাতে হবে সিরাজকে। অর্শদীপ বলেন, "ভাই, তোমার কথা বদলাতে হবে। এ বার থেকে বলবে, আমি শুধু নিজের উপর ও জস্সি (বুমরাহ) ভাইয়ের উপর ভরসা করি।" অর্শদীপের মুখে সে কথা শুনে হেসে ফেলেন সিরাজ। মজা করলেও আসলে সিরাজের প্রশংসাই করেছেন অর্শদীপ। বুঝিয়েছেন, ভারত এখন শুধু বুমরাহ নয়, সিরাজের উপরেও ভরসা করতে পারে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সিরাজ ভাল বল করলেও বেশি উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে বুমরাহ না থাকায় তাঁর উপর বেশি দায়িত্ব ছিল। সেটা পূরণ করেন তিনি। ১৯.৩ ওভারে ৭০ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেন তিনি। সিরাজ পাশে পান আকাশ দীপকে। এই সিরিজে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ৮৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। অর্শদীপ ইংল্যান্ড সিরিজের দলে সুযোগ পেলেও এখনও অভিষেক হয়নি তাঁর। তবে যে ভাবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বল করছেন, তাতে এর পর যে টেস্টে বুমরাহ খেলবেন না তাতে অর্শদীপের অভিষেকের সম্ভাবনা অনেক বেড়েছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দেড় কোটি টাকায় নির্মিত ডম্বুরনগর ব্লক বাড়ির করুন দশা ঃ তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৮ জুলাই: প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়-এ নির্মিত ব্লকের দালানবাড়িটি প্রায় প্রতিদিন ঝড়ঝড় করে ভেঙে পড়ে চলেছে। আর ডি কর্তৃক নির্মিত ব্লকের ওই দালানবাড়িতে ভয়ে কেউ ঢুকতে চাইছে না। যে কয়েকজন কর্মী চাকুরী বাঁচানোর তাগিদে কাজ করে চলেছেন তারাও ভয়ে বা প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই অফিসের কাজকর্ম করছেন বলে খবর। গত আড়াই বছরে মেরামত করা হয়েছে ওই দালান বাড়িটি। বর্তমানেও ওই ব্লকের দালানবাড়িতে মেরামতের কাজ চলছে। মেরামতের জন্য ব্লকের প্রতিটি কক্ষই ছেড়ে দিতে হচ্ছে অফিস কর্মীদের। ফলে ব্লক অফিসের কাজকর্ম লাটে উঠেছে।

ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকের জন্য পুরাতন ব্লকের পিছনে জায়গা নির্বাচন করে দ্বিতল বিশিষ্ট ব্লক অফিস নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া হয় গন্ডাছড়া মহকুমার আর ডি দপ্তরকে। অভিযোগ ওই ব্লক দালানবাড়িটি নির্মাণের শুরু থেকেই চলছিল নিম্ন মানের কাজ। যদিও বহু অভিযোগের মাঝেই এক তরফা ভাবে ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকের অফিস বাড়ীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নেন মহকুমার আরডি দপ্তর।

২০২২ইংরেজি সালের নভেম্বর মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকের নতুন দালান বাড়ীর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। বহু মানুষকে স্বাক্ষী রেখে তৎকালীন রাজ্যের উপ -মুখ্যমন্ত্রী জীষ্ণু দেব্বর্মা ওই দালান বাড়ীর শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনের ছয় মাস পার হতে না হতেই ওই দালান বাড়ীর ওয়াল এবং ছাদের পোলেস্তারা খসে পড়তে শুরু করে। তড়িঘড়ি করে মেরামত করে পার পেয়ে যান আর ডি দপ্তর। এই ভাবে প্রায় ছয় মাস অন্তর অন্তর ডুম্বুরনগর ব্লকের দালান বাড়ীর বিভিন্ন ওয়াল এবং ছাদের মেরামত করে চলেছে মহকুমার আর ডি দপ্তর। বর্তমানে দেড় কোটি টাকা ব্যয় -এ নির্মিত ওই ব্লক বাড়ীর দালানটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। অভিযোগ একটু বৃষ্টি হলেই ব্লকের প্রতিটি কক্ষে জল পড়ছে। ভেঙে পড়ছে ছাদের পোলেস্তারা। খসে পড়ছে ইটের টুকরো। ভয়ে অফিসের কোন কর্মীই এখন আর ওই ব্লক অফিসে ঢুকতে চায় না। নিচ তলা থেকে বেশিরভাগ সেকশনই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্লকের স্বয়ং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কক্ষটিও।

উল্লেখ্য অতি সম্প্রতি মহকুমার আর ডি দপ্তরের বিরুদ্ধে সিসি রোড, ইট সোলিং রাস্তা সহ আরো অন্যান্য নির্মাণ কাজ নিয়ে বহু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপর মহল। ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লক দ্বারা নির্মিত এই দালান বাড়িটি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক দপ্তর। এমনটাই দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ।

পৃথক দুটি স্থানে গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: শুক্রবার সিমনাতে পৃথক দুটি স্থানের গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করে পুলিশ। কোন প্রত্যন্ত কিংবা পাহাড়ের এলাকাতে নয় জনবহুল এলাকাতে জঙ্গলে ঘেরা স্থানে করা হয়েছিল গাঁজার এই নার্সারিগুলি। গোপন খবরের ভিত্তিতে এদিন সকালে সিমনা সুন্দরটিলা ফাঁড়ির পুলিশ টিম সিমনার বৈরাগীপাড়া এবং মেঘলিবন্ধ চা-বাগানে গিয়ে ধ্বংস করেন নার্সারিগুলি।সুন্দরটিলা ফাঁড়ির ওসি ধ্রবজয় রিয়াংয়ের নেতৃত্বে হয় অভিযানটি।

আর কিছুদিন বাদেই শীতের মরশুম। তার আগে নার্সারি থেকে তুলে গাঁজার চারা খোলা জমিতে রোপণ করার প্রক্রিয়া শুরু করবে চাষীরা। তার আগে পুলিশের এরকম অভিযান মানে গাঁজা চাষের ক্ষেত্রে চাষীদের ভাল মাপের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া। এদিন সুন্দরটিলা ফাঁড়ির পুলিশ টিম বৈরাগীপাড়া এবং মেঘলিবন্ধ চা-বাগানের মোট পাঁচটি প্লটের মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষ চারা গাছ নষ্ট করতে সক্ষম হন বলে জানালেন ওসি ধ্রবজয় রিয়াং। এরকমভাবে আগামীদিনেও অভিযান সংঘটিত হবে বলে জানালেন উনি।

অবিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবিতে

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ এসটিজিটি'র

আগরতলা, ১৮ জুলাই: ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান চাকুরীপ্রার্থীরা। পরবর্তী সময় পুলিশ তাদের আটক করে সেখান থেকে নিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষার এখনো নোটিফিকেশন প্রকাশ হয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা দিয়েছিলেন রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা। কিন্তু ২০২৫ সাল চলে আসলেও সেই পরীক্ষার ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। যার ফলে প্রায়ই ফলাফল প্রকাশের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন এসটিজিটি পরীক্ষার চাকুরী প্রার্থীরা।

আজ একইভাবে ফলাফল প্রকাশের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকুরি প্রার্থীরা। তাদের দাবি, ২০২২ সালে তারা পরীক্ষায় দিয়ে বসেছিলেন। ২০২৫ সাল চলে আসলেও এখনো পর্যন্ত ওই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। পুনরায় এর পরীক্ষার নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে। তবে যারা ২০২২ সালে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে। ফলে তারা এখন আর পরীক্ষা দিতে পারবেন না। তাই ২০২২ সালে দপ্তর যে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিল তার ফলাফল অবিলম্বে প্রকাশ করার দাবি জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন চাকুরীপ্রার্থীরা।

সাত সকালে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই: তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মাইগঙ্গাতে মর্মান্তিকভাবে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এ বৃদ্ধের। মৃতের নাম মনমোহন সরকার(৭৫)। একদিকে যেমন এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। একই রকমভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে এলাকাবাসী সহ বিভিন্ন অংশের রেল যাত্রীদের।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ আগরতলা থেকে করিমগঞ্জগামী ডেমো ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় মনমোহন সরকারের। তবে আশ্চর্যের বিষয় মৃতদেহ দীর্ঘ সময় রেল ট্রেকে পড়ে থাকলেও প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় রেল পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে রেল পুলিশের এই দেরির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রেল লাইনে পড়ে থাকে এবং আগরতলাগামী রেল আটকা পড়ে থাকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নস্তরের রেলযাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যদিও অনুমান করা যাচ্ছে নিজ বাড়িতে যাওয়ার পথে অসাবধানতা বসত রেলের ধাক্কায় এই মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

এদিকে সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী ঘটনার প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর রেল পুলিশ উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেছে মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য। উল্লেখ্য, অতীতেও একই জায়গায় এরকমভাবে বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে।

এক সন্তান সহ নিখোঁজ গৃহবধূ

কুমারঘাট, ১৮ জুলাই: এক সন্তানকে নিয়ে গত বুধবার থেকে নিখোঁজ এক গৃহবধু। কর্মসূত্রে স্বামী কেরালা থাকেন, সেই সুযোগে স্ত্রী ঘরের ২০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে এক সন্তানকে নিয়ে চম্পট দেয় ওই গৃহবধূ, এমনই অভিযোগ। ঘটনা ফটিকরায়ের তরণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালাকার পাড়া ৩নং ওয়ার্ড এলাকায়। গৃহবধুর নাম সাবিত্রী দাস ও সাড়ে চার বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে গত বুধবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ যায় ওই গৃহবধূ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহবধূর পরিবারের লোকজন ফটিকরায় থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন। আরো জানা গেছে গৃহবধূর সাবিত্রী সরকার গত মঙ্গলবার ধলাই জেলার মাছলি ৫৭ ঘাট এলাকায় বাপের বাড়ি থেকে মঙ্গলবার তরনীনগর এলাকায় স্বামীর বাড়িতে আসে মঙ্গলবার কাঞ্চনবাড়ি বাজারে বাজার শেষ করে বাড়িতে আসে। বুধবার থেকে তার আর কোনো হদিশ মেলেনি।

এইচআইভি নিয়ে উদ্বেগজনক প্রকাশ বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: গোমতী জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে উদয়পুর পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় এইচআইভি ও এইডস - র উপর একদিবসীয় কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেব রায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার কমল রিয়াং , অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য্য সহ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সহ অন্যান্য ছিলেন উপস্থিত।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাধিপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তারা দুঃখের সঙ্গে বলেন শিরাপথে মাদক ব্যবহারের ফলে রাজ্যে এইচআইভি ছড়াচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে আরো বেশি করে সচেতনতা উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য উপস্থিত পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্য সদস্য দের আবেদন জানানো হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌনসংযোগ, অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সুচের বহু বা বহুজনের ব্যবহারে নেশা গ্রহণ এবং আক্রান্ত মা থেকে শিশু এই সব কারণে এইচআইভি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে বলে উপস্থিত সকলের কাছে এই বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ গোমতী জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার কমল রিয়াং বলেন, গোমতী জেলা যেভাবে এইচআইভি এবং এইডস ছড়াচ্ছে আগামী দিনে তা একটা অশনি সংকেত বলে ব্যক্ত করে বলেন এই বিষয়ে এখন থেকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তারা বলেন ছেলে মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে কি করছে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। যত বেশি করে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা যাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে এ রাজ্যে সমস্ত এনজিও ক্লাব বাজার কমিটি সহ সবাই যদি একইসঙ্গে নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি যে আমি আমার এলাকায় আমার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এলাকায় আমার পাড়াতে নেশা সেবন করতে দেব না তাহলেই মনে হয় রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে যেমন গড়ে তোলা সম্ভব হবে তেমনি এইচআইভি এবং এইডস থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা যাবে। একদিনের এই কর্মশালায় উদয়পুরে সমস্ত পঞ্চায়েত থেকে জনপ্রতিনিধিরা, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সহ জেলা পরিষদের সদস্য সদস্য ছিলেন উপস্থিত।

ঋষ্যমুখ এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আগামীদিনে বিজেপিতে ধস নামবে: কংগ্রেস

আগরতলা, ১৮ জুলাই: ঋষ্যমুখ এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আগামীদিনে বিজেপিতে ধস নামবে। শুক্রবার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মণিরামপুর ভাস্কর পাড়া এডিসি ভিলেজে এক যোগদান সভা কর্মসূচিতে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে ঋষ্যমুখ এবং জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি, তিপ্রা মথা, সিপিআইএম এবং আইপিএফটি দল ছেড়ে ২২ পরিবারের ৭৯জন ভোটার কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। এদিনের এই যোগদান কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মণীন্দ্র রিয়াং সহ কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বগণ।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, গোটা দেশে তথা রাজ্যে কংগ্রেসের জনকল্যাণমুখী উদ্যোগে সাড়া দিয়ে কংগ্রেস দলে শামিল হচ্ছেন সাধারণ জনগণ। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ গর্জে উঠছে। বিশেষ করে আদিবাসী এলাকার জনগণ বুঝতে পারছে এই সরকার তাদের উন্নয়নে কাজ করবে না। তারা এই সরকারের শাসনেও বঞ্চিত নিপীড়িত। তাই আগামীদিনে উনজাতি এলাকাতে বিজেপিতে ধস নামবে, এমনটাই দাবি করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

বামপন্থী যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজীব নগরে সদস্যপদ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৮ জুলাই: বামপন্থী যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজীব নগরে নতুন নতুন যুবক যুবতীদের বাড়িতে গিয়ে সদস্য পদের পাশাপাশি মৌলিক সমস্যা গুলি কি! তা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চলছে। লক্ষ্য একটাই সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন করা।

সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নলচর বিধানসভা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত রাজিবনগর। একটা সময় ছিল বামপন্থী নেতাকর্মীদের এইভাবে ঘোরাফেরা মোটেই সম্ভব ছিল না। সময়ের পরিবর্তনে এখন যুবকর্মীরা দলে দলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলে সংগঠনের পতাকা তুলে নিয়ে আসা প্রতিশ্রুতি আদায় করার প্রচেষ্টা চলছে। শুধু এটাই নয়! সংগঠনের সদস্যপথ দিচ্ছেন। যুব সংগঠনের সোনামুড়া মহকুমার সহ-সম্পাদক একান্ত সাক্ষাতে সুমন দে- সমাবেশ কয়েকজন যুবকর্মী একসাথে দাঁড়িয়ে জানান নতুন করে ১৫০ জনকে সদস্য ভোট দেওয়া হয়েছে আজকে। সকাল থেকে নাকি বিকেল তিনটা অব্দি একটানা এই প্রক্রিয়া চালিয়েছেন নির্দ্বিধায়। তাতে নাকি যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছে নতুন নতুন যুবক যুবতীদের কাছ থেকে। রাজিবনগর গ্রাম পঞ্চায়েত হচ্ছে সিপিআইএম নলচর অঞ্চল কমিটির অন্তর্গত।

বিএসএনএল-এ ফের চালু মিডিয়া সেন্টার

আগরতলা, ১৮ জুলাই : বিএসএনএলে পুনরায় চালু হলো মিডিয়া সেন্টার। সর্বশেষ টেলিফোন অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে মিডিয়া সেন্টার চালুর দাবি জানিয়েছিলেন কমিটির সদস্য তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। মিটিংয়ে উপস্থিত সবাই এই দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বিএসএনএল এর অফিসে চালু হয়েছে মিডিয়া সেন্টার। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসএনএল এর ডিজিএম এই মিডিয়া সেন্টার চালু করেন। শ্রী সরকার এর জন্য বিএসএনএল কর্তৃপক্ষকে এবং টেলিফোন অ্যাডভাইজারি কমিটির সব সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যে এই প্রথম গঠিত হতে চলছে ত্রিপুরা কালচারেল অর্গানাইজেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: রাজ্যে এই প্রথম গঠিত হতে চলছে ত্রিপুরা কালচারেল অর্গানাইজেশন। শুধু সংগীত জগৎ নয়, রাজ্যের বিপন্ন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এই সংগঠন। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এই প্রথমবার গঠিত হতে চলছে ত্রিপুরা কালচারেল অর্গানাইজেশন।

এই সংগঠনে মিউজিসিয়ান সিঙ্গার থেকে শুরু করে ত্রিপুরা সংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন স্থানের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথম দিনে অর্থাৎ শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ১৪১ একসঙ্গে উপস্থিত থেকে নতুন সংগঠন স্থাপনের বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। শুধু সংগীত জগৎ নয় রাজ্যের বিপন্ন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়। শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বৈঠকের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, যে অনেক সময় অনুষ্ঠান করতে গেলে শিল্পীদের হেনস্থার স্বীকার হতে হয়। এখন থেকে এই সংগঠন সেই সমস্ত শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে একত্রিতভাবে লড়াই করবে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়্যালে রাজ্যপালের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়্যাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ধলাই জেলায় দুটি আধুনিক ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই: ধলাই জেলার শিক্ষা ও উপজাতি কল্যাণ পরিকাঠামো আজ নতুন উচ্চতায় পৌঁছালো। রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নিজের হাতে ফলক উন্মোচন এর মাধ্যমে উদ্বোধন এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন এসএএসসিই স্কিমের আওতায় নির্মিত দুটি আধুনিক ছাত্রাবাস। একটি গঙ্গানগর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এবং অপরটি জগবন্ধু পাড়ায় অবস্থিত ৫০ আসন বিশিষ্ট এসটি বালক ছাত্রাবাস।

এর পাশাপাশি আমবাসায় স্থাপিত হতে চলা ১০০ আসনের মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী এসটি বালিকা হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন মন্ত্রী। উপজাতি কন্যা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই শুভক্ষণে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসির মাননীয় এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা, আরডি বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকবৃন্দ, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা।উল্লেখযোগ্যভাবে, এই তিনটি হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ। এর মধ্যেজগবন্ধু পাড়ার এসটি বালক হোস্টেল: ২ কোটি,গঙ্গানগর ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল সংলগ্ন হোস্টেল: ১.৫ কোটি,মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী এসটি গার্লস হোস্টেল নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ হয় ৫.৫ কোটি।

উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। জনজাতি সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর করতে এই ধরনের হোস্টেল নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।'এই প্রকল্পগুলি শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং এটি ধলাই জেলার উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ও সামাজিক অগ্রগতির এক দৃঢ় ভিত্তি রচনা করবে। এই দিনের আনুষ্ঠানে ছাত্রদের শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে খেলার সামগ্রী প্রদান করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

রাস্তার বেহাল দশা, প্রতিবাদে সরব স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৮ জুলাই: সামান্য বৃষ্টি হলেই প্লাবিত হয়ে যায় উত্তর দক্ষিণ মহেশপুরের সীমান্ত সড়কের একাংশ রাস্তা। তাতে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় শত শত মানুষের। অতীত থেকে এই মুহূর্ত অব্দি এই সড়ক ধরে ছোট মাঝারি যানবাহন এবং মোটরবাইক চেপে যাওয়া আসা বহু মানুষের। শুধু যে রাস্তায় জল টান হয়। রাস্তার পার্শবর্তী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারো যাওয়া আসা শিশুদের পক্ষে কষ্ট কর হয়ে উঠে।

আজকের সংবাদ কর্মীকে কাছে পেয়ে বেশ কয়েকজন মহিলা তাদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন এবং দাবি করেন পার্শবর্তী দুই পঞ্চায়েত এলাকার জনপ্রতিনিধিরা যেন তাদের এই দুর্ভোগ নিদর্শন এর একটু গ্রহণ করেন। দেখা গেল বেশ কিছু বাড়িতেও জল প্লাবিত হয়! বাড়ির- উঠোনে বা আনাচে কানাচে জলের সাথে নাকি সাপের দৌড় ঝাপ লক্ষ্য করা যায়। এতে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় পরিবারের লোকজনদের।

ঘটনা, কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত উত্তর এবং দক্ষিণ মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকা থেকে পশ্চিম দিকে উভয় পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী সড়কটি চলে গেছে একেবারে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আইজিবি রোডের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই সড়কটি দিয়ে একটা সময় অর্থাৎ ১৯ ৬৮ ইংরেজি অব্দি সোনামুড়া টু বিলোনিয়া যাওয়া আসার মাধ্যমিক হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু বিকল্প সড়ক হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এখন গ্রামীণ সড়ক হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকা থেকে পশ্চিমে ২০০ মিটার অব্দি সামান্য বৃষ্টি যেন রাস্তা নয়! একেবারেই প্লাবিত হয়ে যায়। এই রাস্তাটি দুটি পঞ্চায়েত এলাকার যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। অথচ দপ্তর থেকে ও দফায় দফায় সংস্কার করলেও প্রকৃত অর্থে বাস্তব মুখী ভাবনা চিন্তা না করার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দুর্ভোগ চরমে। জল নিকাশি চ্যানেল থাকলেও কাজের কাজ কিছু হয় না। তার একমাত্র কারণ রাস্তার দুই পাশে পুকুর ভরাট করে অনেকেই বসতবাড়ি করেছে। এখন এমন অবস্থা পুকুর খুঁজেও পাওয়া যাবে না। যে কারণে দুইপাশের বাড়ি জল এসে রাস্তা দিয়ে প্লাবিত হয়ে যায়। এমন অবস্থা ২০০ মিটার পর্যন্ত সড়কটির, পশ্চিম দিকে বাকি ৫০০ মিটার মোটামুটি ভালোই আছে। যদিও সাম্প্রতিক ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ রাস্তাটি পর্যবেক্ষণ করে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এখন শেষ অব্দি কি হয় সেটাই অপেক্ষায় রয়েছে কিছু পরিবার। তবে, আকাশে মেঘ দেখলেই ভয় পেয়ে উটেন রাস্তার দক্ষিণ পাশে চন্দন চক্রবর্তীর পরিবার সহ অন্যান্য কিছু পরিবার। কারণ জলের সাথে বিষধর সাপের আনাগোনা বেড়ে যায়! এই আতঙ্কটাই একাধিক পরিবারের রাতের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

জোলাইবাড়ীতে বিদ্যুৎতের খুঁটি বসানোর ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যাবহারের অভিযোগ

শান্তিরবাজার, ১৮ জুলাই: জোলাইবাড়ীতে বিদ্যুৎতের খুঁটি বসানোর ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যাবহারের অভিযোগ উঠেছে। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রীর উদ্যোগে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এরইমধ্যে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের নানান জায়গায় বিদ্যুৎতের উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। বিদ্যুতের উন্নয়নমূলক কাজগুলো করছে পাওয়ারগ্রীড নামে সংস্থা। জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে এই কাজের দেখাশুনার দায়িত্বে কপিল রিয়াং নামে এক ব্যক্তি রয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকজনদের অভিযোগ জোলাইবাড়ী নাকা চেকিং পয়েন্ট এলাকায় পাওয়ারগ্রীড সংস্থা থেকে যে বিদ্যুৎতের খুঁটি বসানোর কাজ চলছে তাতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যাবহার করা হচ্ছে। পাহাড়ের মাটির বালি ব্যবহার করে বিদ্যুৎতের খুঁটির নিচে ঢালাই এর কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে স্থানীয় লোকজনেরা জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্তকে জানিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান। স্থানীয় লোকজনেরা চাইছে গুনগতমান বজায় রেখে নদীর বালি ব্যবহার করে কাজ করা হোক। লোকগুঞ্জনে শোনা যাচ্ছে মন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করে বাঁকা পথে নিজের পকেট ভারী করতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কপিল রিয়াং ও পাওয়ারগ্রীড সংস্থার কিছু সংখ্যক কর্মী। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে কাজের গুনগতমান বজায় রাখতে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas